লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০২ মাঘ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ১৩ রবিঃ আউঃ, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ সুলাহ্, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে

২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.com

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

১৪ই জানুয়ারি, ২০১৪ চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলীতে নবনির্মিত বাংলাদেশ আহমদীয়া শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ 'বায়তুস সোবহান' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

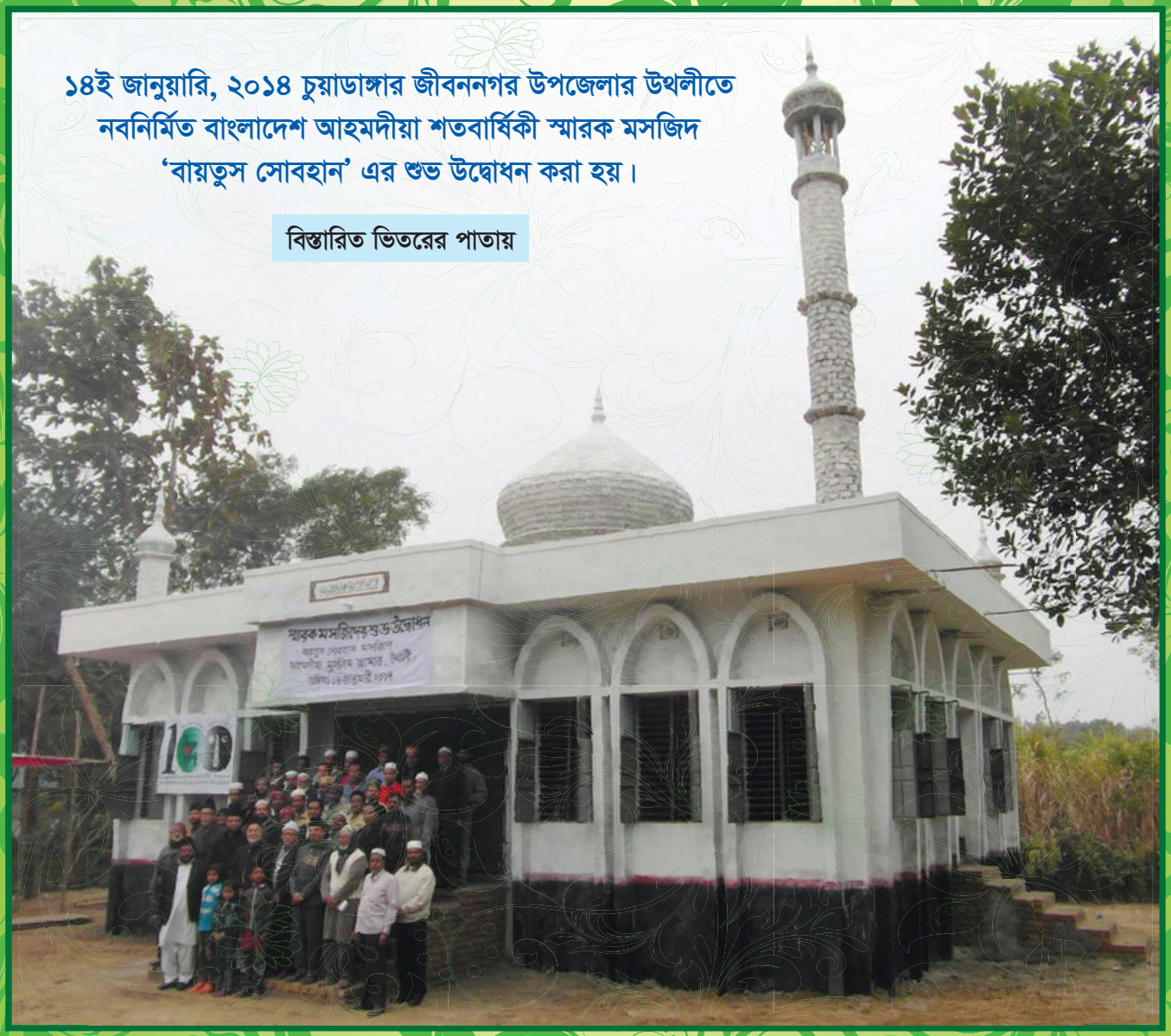

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত কিয়ামত কাল পর্যন্ত বিস্তৃত

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর নবুওয়াত কিয়ামত কাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত এবং তিনি (সা.) হলেন খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর) এজন্য খোদা এটা চান নি যে, জাতিসমূহকে একত্বের রূপ দেয়াটা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই পূর্ণতায় পৌঁছে যাক। কেননা এ অবস্থা ঘটলে, তাঁর (সা.) যুগের পরিসমাপ্তি সাব্যস্ত হয়ে যেতো, অর্থাৎ তাঁর যুগ সে পর্যন্তই পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে বলে সন্দেহের উদ্রেক হতো। যদিও, চূড়ান্ত যে কর্ম তাঁর (সা.) সাধন করার ছিল, তা সে যুগেই পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, তবুও খোদা তাআলাই ওই কর্মটি– যাতে সকল জাতি এক জাতির ন্যায় পরিণত হয়ে যাবে আর একই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা মুহাম্মদীয় যুগের শেষ অংশে সোপর্দ করেন, যা হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগ। [হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) রচিত বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্য পুস্তক হতে]

'খোদা তা'লার এ এক অতি বড় নিদর্শন এবং ইসলামের সত্যতারও এক মহিমান্বিত প্রমাণ যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী যেরূপ প্রকাশ্যে বিদ্যমান রয়েছে সেরূপ প্রাকাশ্যে অন্য আর কোন নবীর জীবনের ঘটনাবলী বিদ্যমান নেই। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, এরূপ বিস্তারিত বিবরণ থাকার দরুনই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে যত বেশী আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তত বেশী আপত্তি আর কোন নবীর অস্তিত্বের উপরে উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সকল আপত্তি অপনোদনের পর মানুষ যেরূপ পরিশ্রুত হৃদয়ে এবং পরিতুষ্ট চিত্তে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তার সহিত প্রেম করতে পারে, সেরূপ প্রেম অন্য আর কোন মানুষের সাথে কখনই করতে পারে না।

কেননা, যার জীবনের ঘটনাবলী গোপন থাকে তার সহিত ভালবাসায় বিপত্তি ঘটবার আশংকা সব সময়ে থেকে যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীব তো ছিল একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। শত্রুদের যাবতীয় আপত্তি খন্ডিত হয়ে যাওয়ার পর সেই গ্রন্থের এমন কোন পৃষ্ঠা আর বাকী থাকে না, যেখান থেকে তাঁর জীবনের অনুরূপ আরো কোন নতুন দিক বা আপত্তি বের করা সম্ভব, কিংবা তার এমন কোনও পাতা আর বাকী থাকে না যা খুললে অন্য ধরনের আরো কোন বাস্তব তথ্য আমাদের সামানে উদ্ঘাটিত হতে পারে।' [হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) রচিত 'নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)' পুস্তক হতে]

তাই, সেই চূড়ান্ত কর্মের পূর্ণতা দান করতে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের মধ্য থেকে একজন স্থলাভিষিক্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি ***মসীহ্ মাওউদ*** নামে আখ্যায়িত হয়েছেন আর তারই নাম ***খাতামাল খোলাফা***ও রাখা হয়েছে। এভাবে মুহাম্মদীয় যুগের শীর্ষে রয়েছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আর শেষ হলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। আর এটা অবধারিত ছিল, দুনিয়ায় এ সিলসিলা যেন কর্তিত না হয়, ধ্বংস না হয়, যতদিন না তিনি জন্ম লাভ করেন। কেননা জাতিসমূহকে একত্রিত করার সেবা কর্মটি ওই নবুওয়াতের প্রতিনিধির জিম্মাতে ও দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়েছে। [হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) রচিত বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্য পুস্তক হতে]

হযরত মহানবী (সা.) প্রেমে এ যুগের মসীহ বিভোর ছিলেন, তাইতো তিনি (আ.) তাঁর লেখার একস্থানে বলেন:

'সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি, যা মানবকে অর্থাৎ উৎকর্ষ মানবকে দেয়া হয়েছে, ফিরিশ্‌তাদের মাঝে যা ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীগুলোতেও ছিল না, ছিল না মণি-মানিক্যে, পদ্মরাগ মণিতে, চুনিপান্না এবং হীরা জহরতে। মোটকথা তা আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষের মধ্যেই ছিল না। ছিল কেবল মানবের মাঝে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকূল শিরোমনি, জীবন প্রাপ্তদের সর্দার, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম- পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬১)

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই মহান রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

সূচিপত্র

১৫ জানুয়ারী, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা (২ আগষ্ট, ২০১৩) ৬

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ১৪
হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ১৮

বিজ্ঞানে কুরআনের অবদান ২৯
সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী (মরহুম)

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পবিত্র কুরআন ৩২
মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার ৩৪
সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ইশায়াতে ইসলাম ৩৬
নাবিদ আহমদ লিমন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

পাঠক কলাম- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ৩৮
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, লাকী আহমদ, আনোয়ারা বেগম,
শেখ মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ্, মিসেস আয়শা আহমদ (হিমু),

সংবাদ ৪২

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৭

সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান সূচি ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামা'তের যে সকল সদস্য 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক কিন্তু তাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদের বকেয়া চাঁদা সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এছাড়া যারা পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক নন তারা মাত্র ২৫০/- টাকায় পুরো এক বছরের গ্রাহক হতে পারেন আর বহির্দেশে গ্রাহকদের জন্য ১০০ ডলার। আর যদি প্রতি কপি ক্রয় করতে চান তাহলে তার মূল্য ২০/- টাকা।

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
যোগাযোগ : ০১৯১৮-৩০০১৫৬,
০১৬৮৬২৬৪৫৯৬

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَمَآ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُوۡمٌ ۝

৫। আর আমরা কোন জনপদকে[১৪৭৯] এর জন্য পূর্ব নির্ধারিত এক সিদ্ধান্ত[১৪৭৯-ক] ছাড়া কখনো ধ্বংস করিনি।

مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ۝

৬। কোন জাতি তাদের নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়িয়ে যেতে পারে না এবং (তা থেকে) পিছিয়েও থাকতে পারে না।

وَقَالُوۡا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىۡ نُزِّلَ عَلَيۡهِ الذِّكۡرُ اِنَّكَ لَمَجۡنُوۡنٌ ۝

৭। আর তারা বললো, 'ওহে! যার প্রতি এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তুমি এক উন্মাদ[১৪৮০] ।

لَوۡ مَا تَاۡتِيۡنَا بِالۡمَلٰٓئِكَةِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ۝

৮। তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তা নিয়ে আস না কেন?'

مَا نُنَزِّلُ الۡمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَمَا كَانُوۡۤا اِذًا مُّنۡظَرِيۡنَ ۝

৯। আমরা কেবল যথার্থ-প্রয়োজনেই ফিরিশ্‌তাদেরকে অবতীর্ণ করে থাকি এবং সেই সময় তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদের) মোটেও অবকাশ দেয়া হয় না[১৪৮১] ।

১৪৭৯। 'জনপদ' শব্দটি এখানে শহরের বাসিন্দা বা জাতি বা যাদের নিকট আল্লাহ্‌র নবী প্রেরিত হন তাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) এর জনপদকে কুরআনে 'জনপদ জননী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (৩:৯৩)।

১৪৭৯-ক। 'পূর্ব-নির্ধারিত এক সিদ্ধান্ত'-অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংসের মেয়াদ বা 'নির্ধারিত সময়' যা যুগের নবী কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত হয়ে থাকে।

১৪৮০। 'মজনুন' অর্থ পাগল বা উন্মাদ। মজনুন এখানে জিন প্রেতাত্মার প্রভাব হওয়া অথবা সাধারণভাবে ভুতে পাওয়া ব্যক্তি বুঝায় না, পাগল কিংবা যার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিতান্ত দুর্বল হয়ে গেছে, এমন ব্যক্তিকে বুঝায়।

১৪৮১। এখানে অবিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, যখন সত্য, ন্যায় ও প্রজ্ঞা (বিলহাক্ক) অনুযায়ী তারা ঐশী-শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়, কেবল তখনই ফিরিশ্‌তা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হয় না।

হাদীস শরীফ

পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ "তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে ইসলাম মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা, মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া-এই তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অংশীবাদিতা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

অমৃতবাণী

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত, যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে, আর সীমালঙ্ঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ-দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না, বরং তাদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের ওপর নোংরা আক্রমণ করে, আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাদের কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়। এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহজগতের মোহে ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয় যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে, ফলে তার বোধ-বুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী, তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল।

কেননা *যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয়, তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রাসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন।* সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

[সির্‌রুল খিলাফাহ্ (বাংলা সংস্করণ) ২০-২১ পৃ: থেকে উদ্ধৃত]

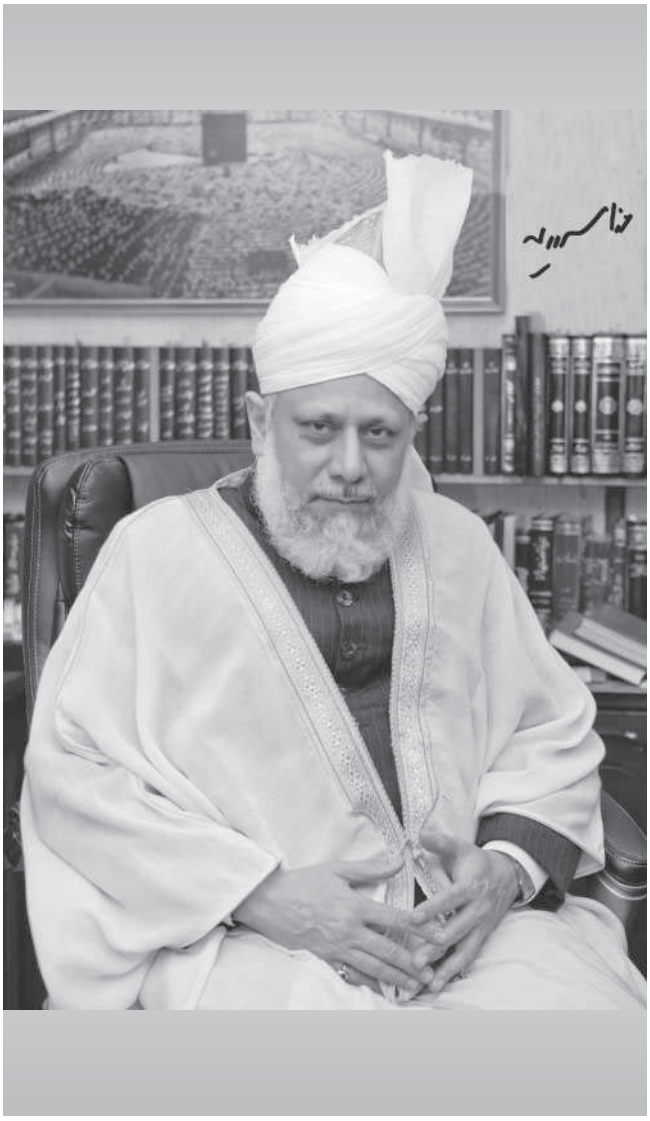

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২ আগষ্ট, ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

একজন ব্যবসায়ী যদি আমানতদার হয়, সঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তবে সে কতবড় মর্যাদার অধিকারী, তা নবী পাক (সা.)-এর পবিত্র কথা থেকে বুঝা যায়। মহানবী (সা.) বলেন, সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদের সমতুল্য মর্যাদার হকদার।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আমি ইন্টারনেটে ইত্যাদির যে উদাহরণ দিলাম, তাতে ফেসবুক, স্কাইপে প্রভৃতিতে যে চ্যাট ইত্যাদি করা হয়, তাও শামিল। এর দ্বারা আমি অনেক পরিবার ভাঙ্গতে দেখেছি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলব, আমাদের আহমদীদের মাঝেও এমন ঘটনা ঘটে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, অশ্লীলতার কাছেও যেও না, কেননা এমন করলে শয়তান তোমাদেরকে মুঠো-বন্দী করে নিবে।

গত শুক্রবারের খুতবায় আমি সূরা আন্ আমের ১৫২ ও ১৫৩ আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনটি বিষয়, অর্থাৎ শিরক করা থেকে আত্মরক্ষা করা, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা এবং পিতা-মাতার জন্য ছেলে-মেয়েদের তরবীয়্যতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল।

অর্থাৎ-তোমাদের প্রভূ প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা কিছু হারাম বা অবৈধ করেছেন। এ আয়াতে যে সব বিধি-নিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বিধি-নিষেধগুলো সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করব। হয়তো আজও এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তু শেষ হবে না।

যাহোক চতুর্থ যে বিষয়টি (এ আয়াতে) বর্ণিত হয়েছে তা হল,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থাৎ অশ্লীলতা, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপন, তোমরা এর ধারে-কাছেও যেও না। এই একটি আদেশ দ্বারা বিভিন্ন ধরণের অশ্লীল ও মন্দকর্ম করা থেকে নির্বৃত করা হয়েছে। 'আল্ ফাহেশ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। যিনা বা ব্যভিচারও এর একটি অর্থ আর অধিক নিপীড়ন করাও এর একটি অর্থ। চরিত্রহীনতা ও চরিত্রকে পদদলিত করে এমন কর্ম করাও এ শব্দের একটি অর্থ। আবার নিকৃষ্ট পাপ ও শয়তানী কর্মকান্ড করাও এর একটি অর্থ। এছাড়া প্রতিটি মন্দ বিষয় বলা ও করা এবং অত্যন্ত কৃপন হওয়ার অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অতএব এ আদেশের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মন্দ বিষয়গুলোর মূলোৎপাটন করা হয়েছে অথবা এমন বিষয়গুলোকে পুরোপুরি নিষেধ করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা পরিবার, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পরে। এগুলোর মধ্য থেকে যিনা বা ব্যভিচার সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায়, এটি এমন এক পাপকর্ম, যে সম্পর্কে কুরআন করীমের অন্যত্র সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। যাহোক, এটি এমন একটি পাপ ও অশ্লীলতা, যাতে লিপ্ত ব্যক্তি বিবাহিত হলে সে তার স্ত্রী-সন্তানের অধিকারের কথাও ভুলে যায়। এই অশ্লীলতায় লিপ্ত ব্যক্তির মনেই থাকে না যে, আমার দায়িত্ব কী? সে যদি মহিলা হয়, তবে সে তার সন্তান ও স্বামীর অধিকার এবং তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না, সেগুলো সে ভুলে যায়। অবিবাহিত হলে সমাজে নোংড়ামী ও অশ্লীলতা বিস্তারের কারণ হয়।

কিছু মানুষ মিথ্যা-অঙ্গিকার করে অনৈতিক-সম্পর্ক গড়ে তুলে। আর যখন ঘরোয়া ও পারিবারিক বা সামাজিক চাপের মুখে অথবা মিথ্যা অঙ্গিকারের ফলে মাঝ পথেই সেই সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে, তখন পুরুষের জন্য তো তেমন কিছু হয় না, কেননা আমাদের সমাজ বিশেষ করে এশীয় সমাজ পুরুষদের দোষত্রুটি অপেক্ষাকৃত বেশি গোপন করে। কিন্তু নারীর জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। আর এমন উদাহরণ সংবাদপত্রে অহরহ আসে। আবার এমন সম্পর্কের ফলে যদি গর্ভে সন্তান আসে, তবে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন লোকেরা, সেই সন্তানকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গর্ভপাত ঘটায় অথবা এমন সন্তানেরা গর্ভপাতের শিকার হয়।

ইউরোপীয় দেশে (ইউরোপে) এসব জানাজানি হলে তো আইন তাদের কিছু না কিছু অধিকার প্রদানের চেষ্টা করে এবং প্রদান করে। কিন্তু এমন অনেকেই আছে, যারা সন্তানকে বাস্তবেই হত্যা করে। দরিদ্র দেশসমূহে তো কোন অধিকারই নেই। তারা যদি অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়, তবে ধনী মানুষ হলে আইন তাকে কিছুই বলে না। গত দু'দিন পূর্বেই সংবাদপত্রে পাকিস্তানের একটি খবর ছিল। এতে বলা হয়েছে, এভাবেই কারো গর্ভে অনৈতিকভাবে সন্তান এসেছে, আর পুলিশ উল্টো সেই দরিদ্র মহিলার বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে এবং পুরুষকে কিছুই বলে নি। কেননা সে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। এগুলো হল এমন একটি দু'টি ঘটনা, যেগুলো প্রকাশ পায়। না-জানি এমন কত ঘটনা আছে, যা অসংখ্য পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হতে দূরে থাকার ফলেই এগুলো হয়েছে। অন্যদের কথা আর কি বলব, স্বয়ং মুসলমান হওয়ার দাবিদার ও ইসলামী আইনের শ্লোগানদাতা দেশসমূহের অবস্থাই এমন যে, সেখানেও এ ধরণের অশ্লীলতা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এসব অশ্লীলতার কাছেও যেও না। অর্থাৎ এমন সমস্ত বিষয়, যেগুলো অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে, সেগুলো থেকে বিরত থাক। বর্তমান যুগে তো এগুলোর বিভিন্ন ধরণের মাধ্যম বেরিয়েছে। বর্তমান যুগে ইন্টারনেট আছে, এর ওয়েবসাইটে বাজে ফিল্ম আসে। টিভি, বাজে ফিল্ম ও আজেবাজে ম্যাগাজিন আছে। এখন এসব বাজে ম্যাগাজিন, যেগুলোকে পর্ণোগ্রাফী ইত্যাদি বলা হয়, সেগুলোর বিষয়ে এখানে (ইংল্যান্ডে) দাবি উঠছে যে, এ ধরণের ম্যাগাজিন যেন বুকষ্টল ও দোকানে প্রকাশ্যে রাখা না হয়। কেননা ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর এর মন্দ-

বর্তমান বিশ্বে অশ্লীলতা চরমে পৌঁছে গেছে। অতএব, স্মরণ রাখবেন, এই অশ্লীলতা যদি সর্বস্তরে এভাবেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিশ্ববাসী যদি আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধের প্রতি মনোযোগী না হয়, তবে এ জাতিও নিজেদের পরিনতি প্রত্যক্ষ করবে। যা এ পৃথিবীকেও নিশ্চিতভাবে জাহান্নাম বানাবে আর আখেরাত সম্বন্ধে তো আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, তাদের সাথে তিনি কী আচরণ করবেন।

অশ্লীলতাকে যে গতিতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, এমতাবস্থায় একজন আহমদীর দায়িত্ব হল, নিজের খোদার সাথে আরো ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে এবং বিশ্ববাসীকে এই ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর পরিনতির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা।

প্রভাব পড়ছে। এরা এখন এগুলো বুঝতে পারছে।

কিন্তু কুরআন করীম চৌদ্দশত বছর পূর্বে আদেশ দিয়েছে, এগুলো অশ্লীলতা, এর ধারে কাছেও যেও না। এগুলো তোমাদেরকে নির্লজ্জ বানিয়ে দিবে। এগুলো তোমাদেরকে খোদা ও ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে বরং আইন ভঙ্গকারীও বানাবে।

ইসলাম শুধু প্রকাশ্য-অশ্লীল কাজ করতে নিষেধ করে না বরং গোপন-অশ্লীল কাজ করতেও নিষেধ করে। পর্দার যে আদেশ আছে, সেটিও এজন্যেই যে, খোলামেলা ও অবাধ সম্পর্কের ফলে ছেলেমেয়েদের মাঝে যা কিছু সৃষ্টি হয়, পর্দা ও লজ্জাশীল পোষাকের কারণে তাতে এক ধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। ইসলাম বাইবেলের মত বলে না যে, তোমরা মহিলাদেরকে কুদৃষ্টিতে দেখো না, বরং বলে, দৃষ্টি পড়লে নৈকট্যও তৈরী হবে, আর পরে তা অশ্লীলতা সৃষ্টি করবে। এমন খোলামেলা ভাবে মেলামেশার ফলে ভাল আর মন্দের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। ছেলেমেয়ে বা পুরুষ ও মহিলারা যখন অবাধে এভাবে পরস্পরের কাছে বসে থাকবে, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী 'তোমাদের মাঝে তৃতীয় জন থাকবে শয়তান'। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুর রিদা, হাদীস নং ১১৭)

আমি ইন্টারনেট ইত্যাদির যে উদাহরণ দিলাম, তাতে ফেসবুক, স্কাইপে প্রভৃতিতে যে চ্যাট ইত্যাদি করা হয়, তাও শামিল। এর দ্বারা আমি অনেক পরিবার ভাঙ্গতে দেখেছি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলব, আমাদের আহমদীদের মাঝেও এমন ঘটনা ঘটে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, অশ্লীলতার কাছেও যেও না, কেননা এমন করলে শয়তান তোমাদেরকে মুঠো-বন্দী করে নিবে।

অতএব, এটি হল কুরআন করীমের আদর্শের সৌন্দর্য্য। অর্থাৎ 'চোখ তুলে দেখবে না' এতটুকুই নয় বরং দৃষ্টি মিলাবে না এবং দৃষ্টি অবনত রাখবে। আর পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য আদেশ, তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখ। আর দৃষ্টি অবনত থাকলে অবাধ মেলামেশার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। আর এ আদেশও আছে যে, অশ্লিল বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিও না। অতএব, তারা যেসব আজেবাজে ও অশ্লীল ফিল্ম দেখে, তাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। আর এ আদেশও আছে যে, এমন লোকদের সাথেও মেলামেশা করো না, যারা স্বাধীনতার নামে এ ধরণের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রাখে এবং নিজেদের ঘটনাবলী বলে বেড়ায়, আর অন্যদেরকেও এদিকে আকৃষ্ট করে। নারী পুরুষ পরস্পরের সাথে স্কাইপে ও ফেসবুক ইত্যাদিতেও কথাবার্তা বলবে না। পরস্পরের চেহারাও দেখবে না এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ার এসব মাধ্যমও ব্যবহার করবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এসবই প্রকাশ্য বা গুপ্ত অশ্লীলতা, যার ফলে তোমরা তোমাদের আবেগের শ্রোতে গা ভাসিয়ে দিবে, তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে। আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অমান্য করে তাঁর অসন্তুষ্টি-ভাজনে পরিনত হবে।

বর্তমানে এমন একটি অশ্লীলতাকে উসকে দেয়া হচ্ছে, যা শুধু মানব-প্রকৃতির পরিপন্থিই নয় বরং এমন বিষয়, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সরকার এখন সমকামীদের মাঝে বিয়ের পক্ষে আইন বানাচ্ছে। অর্থাৎ অশ্লীলতাকে উসকে দিতে এবং এর বিস্তারের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে চেষ্টা করা হচ্ছে, আইন পাশ করা হচ্ছে। এমনকি সরকারের শীর্ষনেতা প্রধান মন্ত্রী বলেন, আমরা চেষ্টা করব, এখন যেন সমগ্র বিশ্বেই সমকামীদের জন্য বিয়ের আইন পাশ হয়। আর এমন লোকও আছে যারা বলে, এ বিষয়ে আমরা বিশ্বব্যাপী চেষ্টা প্রচেষ্টা জারি রাখব। একজন প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এধরণের বিবৃতি এসেছিল। এগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

এক দেশে একজন বড় পাদ্রি আছেন, তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার। যদিও আফ্রিকানরা এখন পর্যন্ত এ কথাই বলছে যে, মানব-প্রকৃতি বিরোধী এমন বিয়েও হওয়া উচিত নয় এবং এ ধরণের আইনও হওয়া উচিত নয়। পাদ্রি সাহেব, যিনি বাইবেল পাঠ ও প্রচার করেন এবং এর শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,

এধরণের বিয়ে করা দম্পতিরা জান্নাতে যদি না যায়, তবে জাহান্নামে যাওয়াকেই আমি শ্রেয় মনে করব। যদিও বাইবেলে লিখা আছে, এজন্যে একটি জাতি ধ্বংস হয়েছে। এই হল তাদের অবস্থা।

বর্তমান বিশ্বে অশ্লীলতা চরমে পৌঁছে গেছে। অতএব, স্মরণ রাখবেন, এই অশ্লীলতা যদি সর্বস্তরে এভাবেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বিশ্ববাসী যদি আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধের প্রতি মনোযোগী না হয়, তবে এ জাতিও নিজেদের পরিনতি প্রত্যক্ষ করবে। যা এ পৃথিবীকেও নিশ্চিতভাবে জাহান্নাম বানাবে আর আখেরাত সম্বন্ধে তো আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, তাদের সাথে তিনি কী আচরণ করবেন। বরং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় এখন সুস্পষ্টরূপে বলা হচ্ছে, তাদের মাঝে (এইডস রোগ) দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, যারা পুরুষের সাথে পুরুষ এবং মহিলার সাথে মহিলার বিয়ের মত ভয়ঙ্কর অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি দেয়ার পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকে। একটি জাতিকে যেহেতু পাথর বর্ষণের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন, তাই প্রতিটি জাতিকেই তিনি এভাবেই শাস্তি দিবেন- এটি আবশ্যক নয়। এই এইচ আই ভি বা এইডস এমন একটি রোগ, যা ভয়ঙ্কর ও করুণ পরিনতির দাড়প্রান্তে পৌঁছে দেয়।

কাজেই অশ্লীলতাকে যে গতিতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, এমতাবস্থায় একজন আহমদীর দায়িত্ব হল, নিজের খোদার সাথে আরো ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে এবং বিশ্ববাসীকে এই ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর পরিনতির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। পার্থিবতামুখী এসব মানুষগুলো নিজেদেরকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এসব জাগতিক-লোক তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এমন একটি শ্রেণীকে খুশি করছে, যারা আল্লাহ্‌র আইন ভঙ্গ করছে এবং সমগ্র পৃথিবীকে অশ্লিলতায় সম্পৃক্ত করার পাঁয়তারা করছে। যার পরিনাম ধ্বংস। সেই লোকদের প্রতি সহমর্মিতার জন্য তাদেরকে আমাদের বলা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা পরম দয়াময়, পাপ ক্ষমাকারী। তিনি ক্ষমার পথ খুলে রেখেছেন। তিনি বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থাৎ আর যারা কোন অশ্লিল কাজ করে বসলে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে? (সূরা আলে ইমরান ১৩৬)

কাজেই যেকোন ধরণের অশ্লীলতায় যদি অনড়ভাব না থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া অন্য কোন ক্ষামাকারী নেই। অতএব প্রত্যেক ধরণের অশ্লীলতা, যেগুলোর কথা আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলো থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো এবং অন্যদেরকে বাঁচাবার পথ দেখানোর জন্য প্রতিটি আহমদীর চেষ্টা করা উচিত। আর এটি তার দায়িত্ব। যারা একগুয়েমী করে না, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'আর তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে আর নিজের এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে নিজের পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজের পাপ-কর্মের ওপর অনড় না থাকে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল হয়ে যাবেন। অর্থাৎ ক্ষমাশীল খোদা তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন।' (চশমায়ে মা'রেফা, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২৩, পৃ: ২৪-২৬)

আল্লাহ্ করুন, অশ্লীলতায় লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি যেন বুঝতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'লার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়। আমার কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়াটাই খুব প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল, তাই বিষয়টি পরিষ্কার করলাম।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী যে আদেশ দিয়েছেন, তা হল,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যে প্রাণকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তোমরা তা হত্যা করবে না। (সূরা আল আনআম : ১৫২) এ আদেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, তোমরা সমাজের অধিকারগুলো আদায় কর। নিজের ভাই, বন্ধু এবং প্রতিবেশীর অধিকার ন্যায্যভাবে এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে আদায় কর। হত্যা অর্থ শুধু প্রাণ হনন নয়। বরং সম্পর্ক ছিন্ন করা, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার হরণ করা, এগুলোও একধরণের হত্যা। আরেকজনকে মানসিকভাবে আহত করা, এটিও এক ধরণের হত্যা। কাউকে এতো বেশি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা যেন কার্যতঃ তাকে হত্যা করা হয়েছে, এটিও এর আওতাভুক্ত। তার আত্মমর্যাদা হানী করা, এটিও এক ধরণের হত্যা।

একইভাবে আধ্যাত্মিকভাবেও হত্যা হয়ে থাকে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হত্যা এমন বিষয়, যেগুলোকে তিনি তোমাদের জন্য নিষেধ করেছেন। প্রত্যেকটি হত্যার চুড়ান্ত ফলাফল হল, সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও বঞ্চণার বিস্তার ঘটা। আর এ বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'লার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইল্লা বিলহাক্কে' অর্থাৎ এমন ব্যক্তি ছাড়া, যে শাস্তিযোগ্য। কিন্তু এজন্যেও আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি নেই। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং হিংসা বিদ্বেষবশতঃ আইন হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি নেই। যে ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য, তাকে শাস্তি দিতে হবে, তবে সে যতটা দোষী ততটাই শাস্তি দিতে হবে। এমন ভাবে শাস্তি দিতে হবে যেন তার সংশোধন হয় এবং সমাজের উত্তম নাগরিক হয়ে সমাজের ফেতনা-ফ্যাসাদ দূর করার কারণ হয়। কিন্তু এখানে স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, শাস্তি দেয়ার এবং প্রতিশোধ নেয়ার অধিকারও সবার নেই। বরং এ অধিকার শুধু আইনের। আর আইনও যুলুম না করে ন্যায় বিচারের দাবি পূর্ণ করে শাস্তি দিবে। এমনকি কোন ব্যক্তি বা নিহতের উত্তরাধিকারীকেও কোন খুনিকে শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয়া হয় নি। বরং এ অধিকার দেয়া হয়েছে আইনকে। এ আইন তো ইদানিং বানানো হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অনেক পূর্ব থেকেই এ আদেশ দিয়ে রেখেছেন যে, তোমরা ন্যায় বিচারের দাবি পূর্ণ করে অপরাধিকে শাস্তি দাও। একজন খুনিকে একমাত্র আইনই ফাঁসির শাস্তি দিতে পারে।

মহানবী (সা.) বলেছেন, ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় যদি সত্য কথা বলা হয় এবং মালের মাঝে যদি কোন ত্রুটি বা সমস্যা থাকে আর তা বলে দেয়া হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করবেন। আর যদি ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষই মিথ্যা কথা বলে এবং কোন ধরণের ত্রুটি গোপন করে অথবা প্রতারণা করে, তবে সেই ব্যবসা থেকে বরকত উঠে যায়।

একইভাবে সমাজে অন্যান্য শাস্তিও আইনের অধিনেই হবে। হত্যার একটি অর্থ যদি সম্পর্ক ছেদ করা বা একঘরে করা হয়, তবে এ দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট সংস্থার। আমাদের জামাতেও শাস্তির যে প্রথা চালু আছে তা কেবল সংশোধনের জন্য, কারো ওপর অত্যাচার বা নিপীড়ন করার উদ্দেশ্যে নয়। অথবা যে ধরণের শাস্তিই দেয়া হোক না কেন, তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, নিপীড়নের জন্য নয়। কেননা অন্যায় ভাবে যুলুম ও নিপীড়ন করাও হত্যার সমার্থক। এটি আমি অনেকবার দেখেছি এবং নোট করেছি যে, দু'পক্ষের মাঝে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে, ঝগড়া হলে, কোর্টকাচারী হলে সিদ্ধান্তদাতা সংস্থা নিজের বিবেচনা ও সাক্ষী-সবুতের ভিত্তিতে কোন এক পক্ষকে দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করে, এটিই স্বাভাবিক। আর এর জন্য তার শাস্তির সুপারিশও করা হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা অনেক সময় এতে অসন্তুষ্ট হয় যে, শাস্তি কম দিয়েছে, শাস্তি যেন আরো বেশি হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যেন তাদের মনমতো হয়।

এভাবেই যদি দু'পক্ষকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়া হয়, তবে একটি হত্যার পর আরেকটি হত্যা হতে থাকবে। আর কুরআন করীম আমাদেরকে বলছে, এ থেকে তোমরা আত্মরক্ষা কর। শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হল সমাজ থেকে যুলুম অত্যাচার দূর করা, সংশোধন করা এবং অত্যাচারীকে তার অত্যাচারের বিষয়টি অনুধাবন করানো। আর দুইজন মু'মিন ব্যক্তির মাঝে এমন সমস্যা হলে তাদেরকে যখন অনুধাবন করানো হবে, তখন তারা তা মেনেও নেবে, এটাই স্বাভাবিক। অতএব শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হল, যেন সংশোধন করা যায় এবং পরস্পরের মাঝে ঝগড়া বিবাদ ও ফেতনা ফ্যাসাদের ফলে সমাজের মাঝে অন্যায় ভাবে যে সব হত্যাকান্ড সংঘঠিত হয়, সেগুলো যেন বন্ধ করা যায়।

এরপর আমি পরবর্তী আদেশের দিকে আসছি, যা পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থাৎ উত্তম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া তোমরা এতিমের সম্পদের কাছেও যেও না। (সূরা- আল আনআম ১৫৩)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা সমাজের এক দুর্বলতর শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। শুধু যদি এ আদেশই থাকত যে, তোমরা এতিমের সম্পদের কাছেও যেও না, তবে এতিমের সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকত। তাই বলেছেন, উত্তম পন্থায় এতিমের সম্পদের কাছে যেও। এমন ভাবে এতিমের সম্পদ দেখাশোনা কর যেন ক্ষতির কোন সম্ভাবনাই না থাকে। এতিমের সম্পত্তি ধ্বংস এবং নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং এতিমের উপকার সাধনের জন্য তার সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ ব্যবহার কর।

অতএব আবশ্যিক আদেশ হল, তোমরা এতিমের সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন নিকট আত্মীয় অথবা যার ওপরই এতিমের দায়িত্ব অর্পিত হবে, সে একজন আমীন বা আমানত সংরক্ষণকারী হিসেবে এতিমের সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণ করবে, সেগুলো দেখাশোনা করবে। জামা'ত তার সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করবে এবং খেয়াল রাখবে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের আইন তার ধন-সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করবে এবং সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে। কীভবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে, সে ব্যাপারেও অনেকগুলো নিয়ম আছে।

এতিমের ধন-সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার কর বা ব্যবসায় লগ্নি কর যেন সেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়, এতিমদের যেন উপকার হয়। সেই গোষ্ঠি, যারা এখনো তেমন বিচার বুদ্ধির অধিকারী হয় নি, সেই সব ছেলেমেয়ে, যাদের মাথার ওপর পিতামাতার ছায়া নেই, যাদের সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাদের সম্পদকে এমন উত্তম পন্থায় কাজে লাগাও, এমন ভাবে ইনভেষ্ট কর এবং এমন ভাবে ব্যবসায় লগ্নি কর যেন সেই সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

অতএব, এ আদেশের মাধ্যমে নিকট-আত্মিয় ও সমাজের ওপর এতিমের ধন-সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণের যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, তা অনেক বড় একটি দায়িত্ব।

আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেছেন, তোমরা যদি এ দায়িত্ব পালন না করতে এবং

বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এতিমের ধন-সম্পদ গ্রাস করার চেষ্টা করতে, তবে এর জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে এতিমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, নিশ্চিতই সেই আগুন দিয়েই তাদের উদর পূর্তি করে। পরে আরো বলেন, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

অর্থাৎ আর নিশ্চয়ই তাদেরকে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করানো হবে।

(সূরা আন্ নিসা ১১)

কুরআন করীমের বিধি-নিষেধ এমন নয় যে, শুধু এক পক্ষের অধিকার সংরক্ষণ করে আর অন্য পক্ষের অধিকার হরণ করে। যদি এ আদেশ থাকে যে, তোমরা অন্যায় ভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করলে তোমরা তোমাদের পেট আগুন খেয়ে ভরাবে, তবে এরই সাথে এও বলে দিয়েছেন যে, আমানত ও দেয়ানতের দাবি পূরণ করে যদি খরচ কর, তবে এটি অন্যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এতিমদের প্রতিপালন অথাৎ তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যে খরচ হয়, সেই খরচ করার অনুমতি আছে, কিন্তু খেয়াল রেখো যেন তোমরা অন্যায় না কর। আমানতের খেয়ানতকারী যেন না হও।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا

অর্থাৎ তাদের বেড়ে ওঠার ভয়ে তাদের ধন-সম্পদ অন্যায় ভাবে এবং তাড়াতাড়ি গ্রাস করো না।

(সূরা আন নিসা-৭)

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্পদশালী, সে যেন এতিমের সম্পদ ব্যয় করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে।

(সূরা আন নিসা-৭)

কিন্তু কেউ যদি বাধ্য হয়, তবে তার (এতিমের) শিক্ষা-দীক্ষার পিছনে যে খরচ হবে, তা বহন করার মত সামর্থ না রাখে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত ভাবে সে সেই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। (সূরা আন নিসা-৭) আর সেই ন্যায়সংগত পন্থাটা কী? তা হল, সেই প্রকৃত ব্যয়, যা সেই এতিমের ভরণ পোষণের পিছনে ব্যয় হচ্ছে। আবার কেউ যদি একদম দরিদ্র হয় এবং তার নিজেরই যদি দিন না চলে, আর তার (এতিমের) প্রতিপালনের জন্য তাকে সর্বদাই দেখাশোনা করতে হয়, তবে সে সামান্য পারিশ্রমিক নিতে পারবে।

অতএব এ সম্পদ থেকে এতদূর পর্যন্ত খরচ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এ সম্পদ রক্ষনাবেক্ষন ও একে বৃদ্ধি করার যে আদেশ, সেটিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে এবং একজন সত্যিকার আমীন ও অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

অর্থাৎ এমনকি সে সাবালক হয়ে যায় এবং দৃঢ়তাপ্রাপ্তির বয়সে উপনিত হয়, আর সে তার ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাও নির্বাহ করতে পারে।

(সূরা আল আনআম ১৫৩)

অতএব এতিম ও দুর্বল শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ তার ধন-সম্পদ যেন তার বুদ্ধিমান, সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়। আর সে যখন সেগুলো রক্ষনাবেক্ষনের যোগ্য হয়ে উঠবে, তখন যেন তাকে তার ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এখানে একথাও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, অনেক সময় কিছু কিছু এতিম সাবালক হওয়ার পরও বিচার বুদ্ধির ক্ষেত্রে এমন স্তরে সে থাকে না যে, সে তার ধন-সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারে। এমতাবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত (এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে), যতক্ষণ না সে এর উপযুক্ত হয় অথবা সে যদি পুরোপুরি নির্বোধ হয়, তবে স্থায়ীভাবে তার ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ফরয। এমন মানুষও আছে, যারা নির্বোধ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করার যোগ্যতা রাখে, তাদের যদি বিয়ে হয় এবং ছেলেমেয়ে হয়, তবে তাদের ছেলেমেয়েদের সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আত্মিয়-স্বজন বা সমাজ এবং জামাতের কর্তব্য হল, এ দায়িত্ব পালন করা এবং তাদের ধন-সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ করা।

দুর্বল ও এতিমদের অধিকার ও প্রতিপালন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার যে বিধি-নিষেধ আছে, সেগুলোকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে সম্পদশালী কিন্তু নির্বোধ, যেমন এতিম বা নাবালক। আর যদি আশঙ্কা থাকে নির্বুদ্ধিতার দরুন সে নিজের সম্পদ নষ্ট করে ফেলবে, তবে তোমরা অভিভাবক হিসেবে সেই সমস্ত সম্পদ নিজের অধীনে নিয়ে নাও। আর যে সব ধন-সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্যে লাগানো যায়, সেগুলো সেই নির্বোধের হাতে ছেড়ে দিও না। আর ওই সম্পদ থেকে তাদেরকে তোমরা ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় খরচ দাও। আর তাদের সাথে তোমরা সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত কথা বল। অর্থাৎ এমন কথা, যাতে তাদের বিচার বুদ্ধি বাড়ে এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের তরবীয়্যত হয়ে যায়। তারা যেন অনভিজ্ঞ না থাকে। তারা যদি ব্যবসায়ীর সন্তান হয়, তবে তাদেরকেও ব্যবসার কায়দা শেখাও।

কেউ যদি কোন পেশায় উৎসাহী হয়, তবে সে পেশায় তাকে দক্ষ করে তোল। তাদের শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখ, তুমি যা শেখালে, তা তারা শিখল কিনা? যখন তারা বিবাহের যোগ্য হবে অর্থাৎ বয়স প্রায় ১৮ হবে, আর তুমি বুঝবে যে, স্বীয় সম্পদ সামাল দেয়ার মত বুদ্ধি তার হয়েছে, তখন তার সম্পদ তার হাতে সোপর্দ কর আর তাদের সম্পদ থেকে আজেবাজে খরচ করবে না। সাবালক হলে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে এই ভয়ে জলদি জলদি তাদের সম্পদ নষ্ট করবে না। যে ব্যক্তি সচ্ছল, তার উচিৎ সে যেন সম্পদ দেখাশোনার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু না নেয়। কিন্তু কোন দুস্থ লোক ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক নিতে পারে।"

হুযূর (আ.) বলেছেন, "আরবে সম্পদ রক্ষণাক্ষেণের জন্য এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে, এতিমের অভিভাবক তার (এতিমের) সম্পদ থেকে নিতে চাইতেন। সর্বত্র এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে, এতীমের সম্পদ ব্যবসায় খাটিয়ে যে লাভ হত তা থেকে নিজেও নিতেন। মূলধন নষ্ট করতেন না। কাজেই এ প্রথার প্রতি ঈঙ্গিত করা হচ্ছে

আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধ অনুযায়ী আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি? আমরাও কি আমাদের দুর্বলদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি? নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরাও কি ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করছি? আমরাও কি সমাজের প্রতিটি স্তরের অধিকার সংরক্ষণ করে চলছি? মন্দ কাজ করা থেকে আমরাও কি বেঁচে চলছি?

যে, তোমরাও এমন কর।" (ইসলামী নীতিদর্শন, রূহানী খাযায়েন খন্ড-১০, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭)

হুযূর (আ.) আরও বলেন, "তোমরা যখন এতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে, তখন সাক্ষী রেখ। যদি কোন ব্যক্তি নাবালক আর ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুমুখে পতিত

হয়, তখন এমন উইল করা উচিত নয়, যার ফলে সন্তানেরা অধিকার বঞ্চিত হয়। যারা এতীমদের সম্পদ এভাবে গ্রাস করে যাতে এতীমদের ওপর যুলুম হয়, তবে তারা সম্পদ নয় আগুন ভক্ষণ করে। আর শেষে তারা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" (ইসলামী নীতিদর্শন, রূহানী খাযায়েন খন্ড-১০, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "দেখ, খোদা তা'লা ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার কেমন স্বরূপ বর্ণনা করেছেন! অতএব, সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা তাই, যা এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়। আর বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যদি সকল শর্ত সম্পূর্ণ বিচক্ষণতার সাথে রক্ষা করা না হয়, তবে এমন আমানতদারীতে কোন না কোন গোপন খেয়ানত রয়ে যাবে। কাজেই অনেক সতর্কতার সাথে এ অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করা উচিৎ। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা যেখানে যেখানে তাক্ওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন, তা এ জন্য যে, নিজের ব্যাপারে সতর্ক হও, দুর্বলদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে কি-না। ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার উচ্চমান পরখ করতে থাক। এমন যেন না হয়, এগুলোর পিছনে গোপন খেয়ানত থাকে, যা আগুনের গোলা ভক্ষণের কারণ হয়ে যায়।" (ইসলামী নীতিদর্শন, রূহানী খাযায়েন খন্ড-১০, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭)

এরপর খোদা তা'লা আদেশ দিয়েছেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ আর ন্যায্যভাবে মাপ ও ওজন পূর্ণ মাত্রায় দাও। (সূরা আল আনআম-১৫৩)

এখানে বিশেষ করে ইনসাফ আর ঈমানদারীর সাথে ব্যবসা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এতীম এবং অসহায়দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পর বিশ্বস্ততার সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার আদেশ দিয়েছে। আর এখন সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন রকম ধোকাবাজি হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় পক্ষ অজ্ঞ হলেও যেন ধোকাবাজী করা না হয়। মহানবী (সা.) বলেন, কোন জিনিস বিক্রয় করার সময় তাতে যদি কোন দোষ থাকে, তবে তা বলে দিও, যেন ক্রেতা জানতে পারে যে, আমি যা কিনছি, তাতে এই দোষ আছে। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ২২৪৬)

অন্য একস্থানে বানিজ্যিক লেনদেন এবং পরিমাপ ও ওজন সঠিক দেয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যালিকা খাইরু ওয়া আহ্সানু তা'ভিলা" অর্থাৎ এ বিষয়টি সবচেয়ে ভাল এবং পরিনামের দিক থেকে উত্তম। (সূরা বণী-ঈসরাইল-৩৬) অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী পরিমাপ ও ওজন করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে করে, তার সুখ্যাতি থাকে এবং তার কাছে ক্রেতাও আসে। পরিনামে তার ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি ঘটে। আর প্রতারনা করলে ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেছেন, প্রতারণা ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল হল বরং বলা উচিত দুঃখের সাথে বলতে হয়, কুরআন করীম যতবেশি সুস্পষ্ট করে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেছে মুসলমানেরা ঈমানদারীর মাপকাঠিতে ততবেশি অধঃপতিত হচ্ছে। কোথায় মুসলমাদের ঈমান, আমানত ও সাধুতার এ অবস্থা ছিল যে, এক ব্যক্তি তার ঘোড়া বিক্রি করার জন্য বাজারে আনলেন এবং বললেন, এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম। আরেক সাহাবী, সে ঘোড়াটি দেখলেন এবং পছন্দ করলেন। আর বললেন, আমি এটি কিনব, আমার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম নয়, এ কথা শুনে সেই ব্যক্তি (বিক্রেতা) চিন্তা করলেন, সম্ভবতঃ মূল্য কম বলবে বরং (ক্রেতা তার চিন্তার) পুরোপুরি উল্টা বললেন, এটি অত্যন্ত উচ্চমানের ঘোড়া, এর মূল্য দুই হাজার দিরহাম হওয়া উচিত। কাজেই তুমি আমার কাছ থেকে দুই হাজার দিরহাম নিয়ে নাও। এতে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। বিক্রেতা পাঁচশত দিরহামের উপর যাচ্ছিলেন না আর ক্রেতা দুই হাজার দিরহামের নিচে আসছিলেন না। (আল মুজমুল কবীর লিত্ তিবরানী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা

৩৩৪-৩৩৫)

হযরত মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সংস্পর্শে যেসব মুসলমান ছিলেন, এই ছিল তাদের মান।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর নিজের একটি ঘটনাও লিখেছেন, তিনি যখন ১৯-২০ বছর বয়সের ছিলেন, তখন ভ্রমনের উদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। সেখানে এক বিশেষ ধরনের উলের কার্পেট তৈরী হতো যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এমন একটি কার্পেট তিনি পছন্দ করেন। ভ্রমনের উদ্দেশ্যে সেখানে তাঁর কিছু দিন অবস্থান করার কথা ছিল। তিনি ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েন। সেখানে তিনি যে শহরে কার্পেট দেখেছিলেন, সেখানকার এক কার্পেট প্রস্তুতকারী বললো, আমি অনেক ভালো কার্পেট বানাতে পারি। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তুমি উপহার দেয়ার জন্য আমাকে এমন তিন-চারটি কার্পেট বানিয়ে দাও। আর তিনি সাইজ বলে দেন। তিনি বলেন, আমি ফিরে এসে দেখলাম, তাকে কার্পেটের যে সাইজ বলা হয়ে ছিল, সে অনুযায়ী প্রতিটি কার্পেটই দৈর্ঘ প্রস্থ সব দিক থেকে যথেষ্ট ছোট। ছয় ইঞ্চি, এক ফুট পর্যন্ত ছোট ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমাকে আমি এই এই সাইজ বলেছিলাম, আর এই হল সাক্ষী, যার সম্মূখে বলেছিলাম। তথাপি তুমি সে অনুযায়ী বানাও নি, কিন্তু মূল্য সেটাই চাচ্ছ। একথা শুনে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে সে বলে, ঠিক আছে দাম কম দিন। আর সে বারবার পুনরাবৃত্তি করছিল যে, আমি মুসলমান, তথাপি আপনি আমাকে বলছেন, তুমি এমন বানিয়েছ, ওমন বানিয়েছ! (আনোয়ারুল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯)

কাজেই কোন অন্যায় কাজ হলে সেটিকে মুসলমান বলে এখন জায়েয করা সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। এটি কোন পুরনো বিষয় নয়। আমাকেও এক চাউল ব্যবসায়ী বলেছে, আমরা পাকিস্তানীরা যখন ভালো বাসমতি চাউল বাহিরে পাঠাই, তখন অন্য নিম্নমানের লম্বা চাউল কিভাবে মিশাই জানেন? সে পদ্ধতিটি হল, একটি লোহার বা টিনের আট নয় ইঞ্চি পাইপ আছে, এটিকে ব্যাগের মাঝে রাখি এবং সেই পাইপের মধ্যে নিম্নমানের চাউল ভরে নিই, আর এর চারপাশে ভালোমানের চাউল ঢেলে দেই। বাহির থেকে দেখলে ভালোমানের বাসমতি চাউল দেখা যায়, আর কেউ বুঝতে পারে না। এরপর যখন পাইপ উঠিয়ে ফেলি তখন তা মিশে যায়। এটিও বুঝা যায় না যে, ভিতরে কোন জিনিস আছে। চাউল তো চাউলই হয়ে থাকে। এই হল ব্যবসার অবস্থা।

এজন্যেই বেশকিছু দিন যাবৎ ভারতীয় চাউল বাজার দখল করে নিয়েছে। যদিও ভারতের চাউলের মান পাকিস্তানের চাউলের চেয়ে খারাপ। এখন সম্ভবতঃ কিছু আহমদীও রপ্তানী করে থাকে। নিজে আনলে ভালোমানের আনা যায়, নয়তো না। ধোঁকাবাজির জন্য বহিঃর্বিশ্বের বাজার বুঝতে পেরেছে যে, এভাবে ধোঁকা দেয়া হয়। কাজেই তারা পাকিস্তানী রপ্তানীকারকদের কাছ থেকে চাউল নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এজন্য এখন ভারতীয় রপ্তানীকারকরা সেই চাউলই ক্রয় করে এবং মান উন্নয়ন করে পরে বাজারজাত করে। তারা চিন্তাও করে না যে, এভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হয় না। ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়।

একটি হাদীসে এসেছে, ***মহানবী (সা.) বলেছেন, ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় যদি সত্য কথা বলা হয় এবং মালের মাঝে যদি কোন ত্রুটি বা সমস্যা থাকে আর তা বলে দেয়া হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করবেন। আর যদি ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষই মিথ্যা কথা বলে এবং কোন ধরণের ত্রুটি গোপন করে অথবা প্রতারণা করে, তবে সেই ব্যবসা থেকে বরকত উঠে যায়।*** (সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর ২০৭৯)

অতএব বরকত লাভ করতে চাইলে আমানত ও সততার দাবি পূর্ণ করতে হবে। আর এ দাবি পূর্ণ করেই ব্যবসা বাণিজ্য করা উচিত। একজন ভালো মুসলমানের জন্য এ নীতি-ই হওয়া উচিত। নবী করীম (সা.) এক হাদীসে বলেছেন, তুমি যখন কাউকে দেয়ার জন্য কোন কিছু পরিমাপ কর, তখন একটু হেলিয়ে দিও। অর্থাৎ কিছুটা বেশি গেলেও কোন ক্ষতি নেই। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নম্বর ২২২২)

অতএব এটি হল ব্যবসায়িক আমানতের মান, যা একজন মুসলমানের হওয়া উচিত। ***একজন ব্যবসায়ী যদি আমানতদার হয়, সঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তবে সে কতবড় মর্যাদার অধিকারী, তা নবী পাক (সা.)-এর পবিত্র কথা থেকে বুঝা যায়। মহানবী (সা.) বলেন, সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদের সমতুল্য মর্যাদার হকদার।***

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে যেখানে তাক্ওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন, তা এ জন্য যে, নিজের ব্যাপারে সতর্ক হও, দুর্বলদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে কি-না। ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার উচ্চমান পরখ করতে থাক।

যারা নিজেদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার দাবি করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের আমানত ও সততার মানকে তাঁর আদেশ ও নবী করীম (সা.)-এর কথা মতো বানানোর সৌভাগ্য দান করুন। অনেক আহমদী ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার বিধি-নিষেধ অনুযায়ী আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি? আমরাও কি আমাদের দুর্বলদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি? নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরাও কি ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করছি? আমরাও কি সমাজের প্রতিটি স্তরের অধিকার সংরক্ষণ করে চলছি? মন্দ কাজ করা থেকে আমরাও কি বেঁচে চলছি? রমযান মাস এলে পূণ্যকর্ম করার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কাজেই এ বিষয়গুলোর প্রতিও মনোযোগী হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই সব মন্দকর্ম করা থেকে, বিরত থাকে যেগুলো করাকে আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছে।

অনুবাদ: জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

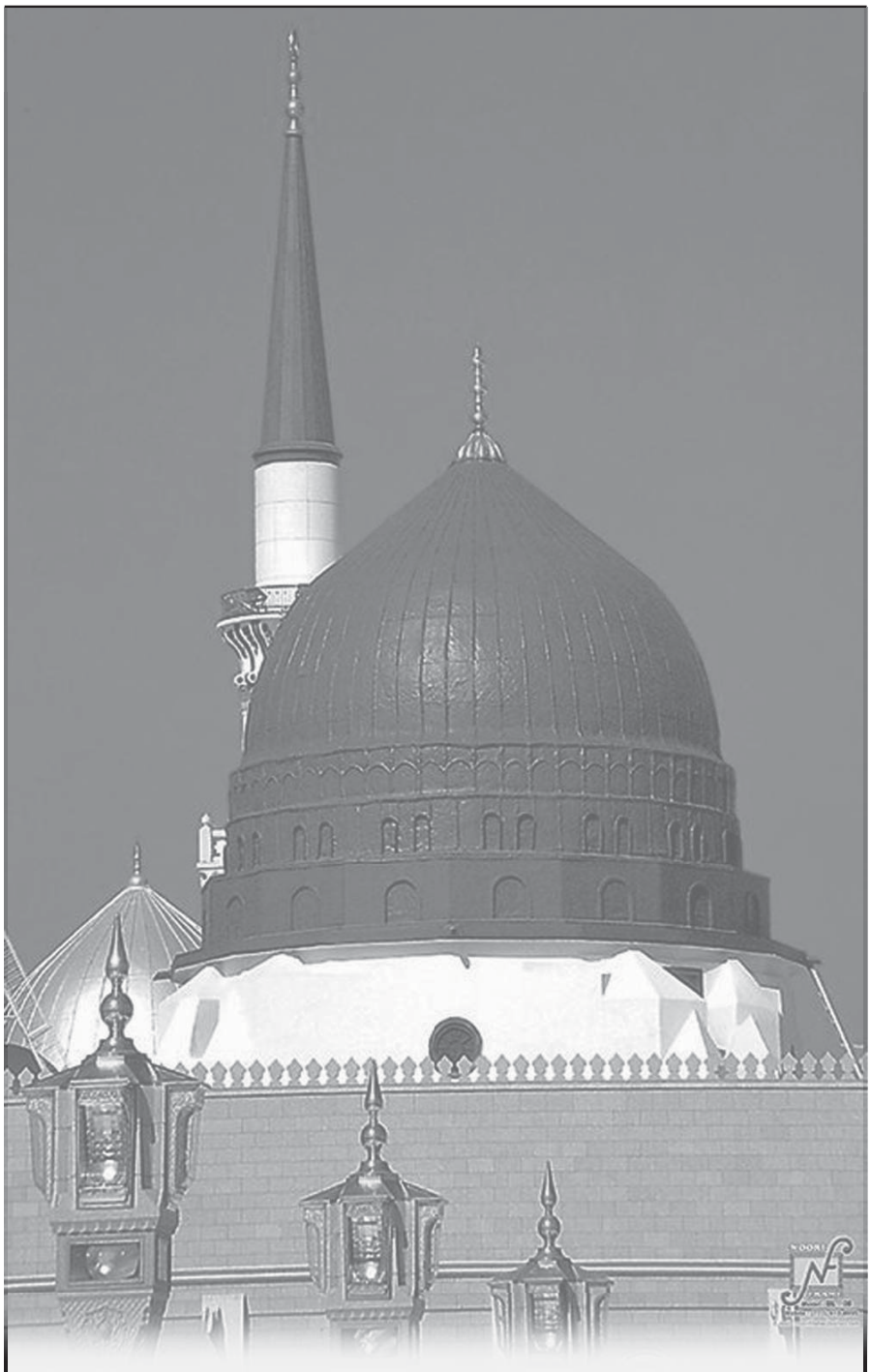

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

মহানবী সল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর

প্রকাশ্য ও গোপন (দেহ ও মনের) পবিত্রতা

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পরিষ্কার জানা যায় যে, না তিনি কখনও কোন খারাপ কথা বলতেন, না কখনও অহেতুক কসম খেয়ে কিছু বলতেন (বুখারী)। আরবের মত দেশে বসবাস করে এই ধরনের চরিত্র অর্জন করা ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। এ কথাতো আমরা বলতে পারি না যে, আরবের লোকেরা তখন অভ্যাসগত ভাবেই অশ্লীল বা ফাহেসা কথাবার্তা বলতো, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবরা কসম খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এবং আজ অবধি আরবদের মধ্যে এই কসম খাওয়ার রেওয়াজ ব্যাপক আকারেই প্রচলিত আছে। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদা তা'লার প্রতি এত বেশী আদব বা শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতেন যে, অযথা তাঁর নাম উচ্চারণ করাও পসন্দ করতেন না।

পাক-সাফ থাকার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনি প্রায় সময় মেসওয়াক করতেন এবং এ ব্যাপারে – (দাঁত-মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে) এত বেশী জোর দিতেন যে, কখনো কখনো বলতেন, আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, মুসলমানদের কষ্ট হবে, তাহলে আমি প্রত্যেক নামায-এর পূর্বে মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম (মিশকাত)।

খানা খাওয়ার পূর্বেও তিনি হাত ধুয়ে নিতেন, খাওয়ার পরেও হাত ধুয়ে ফেলতেন। কুলী করতেন। বরং, রান্না করা সব রকমের খাদ্য গ্রহণের পরই তিনি কুলি করতেন। এবং খাবার গ্রহণের পর কুলী না করে নামায পড়াকে অপসন্দ করতেন (বুখারী)।

মসজিদ, যা মুসলমানদের সমবেত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান, তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। এবং মুসলমানদেরকে এই কথা বার বার বলতেন যে, সমবেত হওয়ার বিশেষ দিনগুলোতে, জুমুআর দিনে– মসজিদগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবে এবং সেগুলিতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি জ্বালাবে, যাতে

বাতাস পরিশুদ্ধ হয় (মিশকাত)। একইভাবে তিনি সাহাবাদেরকে (রা.) এই উপদেশ দিতেন যে, সম্মেলনের সময়ে কেউ যেন গন্ধযুক্ত কোন কিছু (পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি) খেয়ে মসজিদে না আসে (বুখারী)।

রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য তিনি বার বার উদ্বুদ্ধ করতেন। যদি রাস্তার ওপরে কোন জঞ্জাল কিংবা ইট পাথর কিংবা ময়লা আবর্জনা কিছু পড়ে থাকতে দেখতেন, তাহলে তিনি তা নিজ হাতেই রাস্তার এক কোণায় সরিয়ে রাখতেন এবং বলতেন যে, যে ব্যক্তি রাস্তা-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেয়, খোদা তার প্রতি খুশী হন এবং তাকে সওয়াব বা পুরস্কার দান করেন (মুসলিম)। একইভাবে তিনি বলতেন যে, রাস্তায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয়। রাস্তার ওপরে বসে থাকা, কিংবা রাস্তার ওপরে এমন কিছু রেখে দেওয়া বা ফেলে রাখা যাতে পথচারীর কষ্ট হতে পারে, কিংবা রাস্তার ওপরে মল-মূত্র ত্যাগ করা, ইত্যাদি কাজ খোদাতাআলার দৃষ্টিতে পসন্দনীয় নয় (মেশকাত)।

পানি পরিস্কার রাখার ব্যাপারে তিনি সবিশেষ খেয়াল রাখতেন। সবসময় তিনি তাঁর সাহাবাগণকে (রা.) এই নসিহত করতেন যে, স্থির পানিতে যেন কোন নোংরা কিছু নিক্ষেপ না করা হয়। তেমনিভাবে, স্থির পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করাকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

খানা-পিনায় সরলতা ও তাক্‌ওয়া (খোদাভীরুতা)

খানা-পিনার ব্যাপারে তিনি (আঁ-হযরত-স.) সর্বদা অত্যন্ত সরল বা সাদাসিদা ছিলেন। খাবারের মধ্যে লবন বেশি হলো বা কম হলো কিংবা রান্না খারাপ হলো – এসব ব্যাপারে তিনি কখনই কিছু বলতেন না, বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। এ ধরনের খাবার যতটা সম্ভব খেয়ে নিয়ে তিনি বাবুর্চির মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু, যদি খাবার একেবারেই অযোগ্য হয়, তাহলে তিনি হাত সরিয়ে রাখতেন এবং কখনই বলতেন না যে, এই খাবার খেতে আমার অসুবিধা হচ্ছে (বুখারী)।

তিনি যখন খাওয়া শুরু করতেন, তখন খাদ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বসতেন এবং বলতেন, আমার এ ধরণের ফুটানীর ভাব পসন্দ নয় যে, অনেকে এমনভাবে খানা-পিনা করে যেন খানা-পিনার বিষয়টা তাদেরে কাছে কোনও ব্যাপারই না। (বুখারী)

তাঁর কাছে যখন (খাবারের) কোন কিছু আসতো তখন তিনি তা সাহাবাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন এবং নিজেও খেতেন। একবার তাঁর কাছে কিছু খেজুর (নজরানা স্বরূপ) এলো। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, প্রত্যেক সাহাবার ভাগে সাতটা করে খেজুর পড়ে, তিনি সাতটি করেই ভাগ করে দিলেন (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যব-এর রুটিও কখনো পেট ভরে খেতেন না (বুখারী)। একদিন এক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন যে, কয়েকজন লোক একটি বকরী জবাই করে তার গোশ্‌ত রান্না (ভুনা) করে দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেয়ে লোকগুলি তাঁকেও দাওয়াত করলো, কিন্তু তিনি সেই দাওয়াত গ্রহণ করলেন না (বুখারী)। তবে তার অস্বীকৃতি এজন্য ছিল না যে, তিনি ভুনা গোশ্‌ত খেতে পসন্দ করতেন না। বরং তা এজন্যই ছিল যে, তিনি এই ধরনের ব্যবস্থা পসন্দ করতেন না যে, আশে পাশে গরীব দুঃখী মানুষের চলাফেরা করবে, আর এরা কিনা তাদের চোখের সামনেই বকরী ভুনা করে খাবে। নইলে, অন্যান্য হাদীস থেকে তো এটা প্রমাণিত যে, তিনি ভুনা (রোষ্ট) করা গাশ্‌তও খেতেন।

হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও এক নাগাড়ে তিন দিন পেট ভরে খানা খাননি। এবং এই অবস্থা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত পর্যন্ত চলেছিল (বুখারী)। খানা পিনার ব্যাপারে তিনি (সা.) একটা বিষয়ে বিশেষ করে খেয়াল রাখতেন যে, কেউ যেন বিনা আমন্ত্রণে অন্যের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য কখনই না যায়। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে নিমন্ত্রণ করলো এবং এই আবেদনও জানালো যে, আপনি আরও চারজনকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আসবেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (সা.) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে পঞ্চম এক ব্যক্তিও এসেছে। গৃহকর্তা যখন বাইরে এলো তখন তিনি (সা.) তাকে বললেন, আপনি আমাদের পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আপনি চাইলে একেও অনুমতি দিতে পারেন, চাইলে না করে দিতে পারেন। গৃহকর্তা বললো, না, না, আমি ওঁকেও দাওয়াত করছি। উনিও ভিতরে আসুন (বুখারী)।

যখন তিনি (সা.) খাবার খেতেন, ***বিসমিল্লাহ্*** বলেই খাওয়ার শুরু করতেন। এবং যখন খাওয়া শেষ করতেন তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করতেন এই বলে যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্ তা'লার যিনি আমাদেরকে খানা পিনা দান করেছেন। অনেক অনেক প্রশংসা। প্রত্যেক প্রকারের ত্রুটি বা কমতি থেকে পবিত্র প্রশংসা। ক্রমবর্ধনশীল প্রশংসা। এমন প্রশংসা নয় যে প্রশংসা করার পর মানুষ মনে করবে যে, ব্যস, হযে গেছে, আমি যথেষ্ট প্রশংসা করেছি। বরং এটাই মনে করবে যে, প্রশংসা করার হক্ আদায় করা হলো না। এবং সে কখনই প্রশংসা করা ছেড়ে দিবে না। এবং কখনও মনের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হতে দিবে না যে, খোদা তা'লার এমন কোনও কাজ নেই যা প্রশংসা করবার প্রয়োজন নেই, কিংবা যা প্রশংসা যোগ্য নয়। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এমনই করো। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, কখনো তিনি এই বলেও দোয়া করতেন যে, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্ তা'লার যিনি আমাদের ক্ষুধাও তৃষ্ণা দূর করে দিয়েছেন। আমাদে হৃদয় তাঁর প্রশংসা থেকে কখনই বিমুখ নয় এবং আমরা কখনই তাঁর অকৃতজ্ঞতা করি না।

তিনি (সা.) সব সময় তাঁর সাহাবাদেরকে উপদেশ দিতেন, পেট ভরবার পূর্বেই খাওয়া ছেড়ে দিতে এবং বলতেন যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত (বুখারী)।

কখনো কোন সময়ে তাঁর (সা.) বাড়ীতে যদি কোন উপাদেয় খাবার তৈরী করা হতো, তখনই তিনি বাড়ীর সবাইকে নসীহত করতেন, পাড়া-পড়শীদের প্রতি খেয়াল রেখো (মুসলিম)। একইভাবে তিনি প্রতিবেশীদেরকে প্রায়শঃ উপঢৌকন পাঠাতেন (বুখারী)।

তিনি (সা.) তাঁর গরীব সাহাবাগণের চেহারা

দেখে সব সময় ঠাহর করার চেষ্টা করতেন যে, তারা তো কেউ না-খেয়ে নেই। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি কয়েকদিন না-খেয়েই ছিলেন। যখন সাত বেলা না-খেয়েই কাটলো, তখন তিনি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মসজিদের দরজায় গিয়ে খাড়া হলেন। এই সময় হযরত আবু বকর (রা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে এমন একটি আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন যার মধ্যে গরীবদেরকে খানা খাওয়ানোর হুকুম দেওয়া আছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কথায় এটাই বুঝলেন যে, এই আয়াতের অর্থ তাঁর জানা নেই। তাই তিনি আয়াতটির অর্থ করে দিয়ে চলে গেলেন। হযরত আবূ হুরায়রা যখন লোকদের কাছে এই ঘটনার বর্ণনা দিতেন, তখন রাগ করে বলতেন যে, আবু বকর কি আমার চাইতে কুরআন বেশি জানতো? আমি তো এজন্যই ঐ আয়াত পেশ করেছিলাম যে, এতে করে তাঁর ঐ আয়াতের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল যাবে এবং সে আমাকে খাবার দিবে। পরে হযরত ওমরও (রা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, আমি তাকেও এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। হযরত ওমর (রা.)-ও আয়াতটির অর্থ বলে দিলেন এবং চলে গেলেন। সাহাবারা (রা.) চাওয়া বা যাচঞা করাকে অত্যন্ত না-পসন্দ করতেন। আবু হুরায়রা যখন দেখলেন যে, না চাইলে খাবার পাওয়ার কোন উপায় আর নেই, তখন তিনি বলছেন, আমি একদম মাতাল হয়ে পড়ে যেতে লাগলাম। কেননা, তখন আমার আর ধৈর্য ধারণ করারও শক্তি ছিল না। কিন্তু আমি তখনও দরজার দিক থেকে মুখ ফিরাইনি, এমন সময় আমার কানে অত্যন্ত মমতাভরা এক আওয়াজ এলো,কেউ একজন আমাকে ডাকছিল 'আবু হুরায়রা! আবু হুরায়রা!!' আমি মুখ ফেরালাম এবং দেখতে পেলাম যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের খিড়কী খুলে খাড়া হয়ে আছেন এবং মুচকি হাসছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! ক্ষিদে পেয়েছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ্ আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের ঘরেও খাবার কিছু ছিল না। এখনই এক ব্যক্তি একবাটি দুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি মসজিদে যাও এবং দেখো, সেখানে হয়তো আমাদের মত আরও কোন কোন মুসলমান থাকতে পারে যাদের খাবার প্রয়োজন রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলছেন, আমি মনে মনে বললাম, আমার তো এত ভুখ লেগেছে যে, ঐ বাটি-ভর্তি সব দুধ আমারই কুলোবে না। তারপর, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও লোক ডাকতে বলছেন! তাহলে তো আমার ভাগে যা থাকবে তা তো থাকা না–থাকারই শামিল। কিন্তু, কী আর করা! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম। গেলাম মসজিদের ভেতরে। দেখলাম ছয় ব্যক্তি বসে আছে। ওদেরকেও সঙ্গে নিলাম এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে গেলাম। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে ঐ দুধের বাটি ঐ ছয় ব্যক্তির এক জনের হাতে দিলেন এবং বললেন,খাও। যখন সে দুধ খেয়ে বাটি থেকে মুখ তুললো, তখন তিনি (সা.) বললেন, আরও খাও। তৃতীয় বারের মত তিনি ঐ ব্যক্তিকে জোর করে দুধ খাওয়ালেন। একইভাবে তিনি ছয়জন মানুষকেই বার বার দুধ খাওয়ালেন।

হযরত আবু হুরায়রা বললেন, প্রত্যেক বারই আমি মনে মনে বলছিলাম যে, আমার কাজ সারা। আমার জন্য তো আর কিছু থাকলো না। কিন্তু, যখন ষষ্ঠ ব্যক্তির দুধ পান শেষ হলো তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধের বাটিটা আমার হাতে দিলেন। আমি দেখলাম কি, তখনও বাটির মধ্যে অনেক দুধ রয়েছে। যখন আমি দুধ পান করলাম, তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর করে আমাকেও বললেন, আরও খাও! এইভাবে তিন তিন বার তিনি আমাকেও এ দুধ খাওয়ালেন। এবং আমার খাওয়ার পর অবশিষ্ট দুধ নিজে পান করলেন এবং খোদাতাআলার শোকর আদায় করতে করতে (ঘরের ভিতরে গিয়ে) দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হতে পারে যে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ হুরায়রা (রা.) কে সবার শেষে দুধ পান করতে দিয়েছিলেন এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যে, তিনি (রা.) যেন খোদা তা'লার ওপরে ভরসা রেখে ক্ষুধা নিয়েই বসে থাকেন এবং ইশারা-ইংগিতেও কিছু না চান।

তিনি (সা.) সবসময় ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন এবং ডান হাত দিয়েই পানি পান করতেন। পানি পান করার সময় মধ্যখানে তিন বার শ্বাস নিতেন। এর মধ্যে একটা স্বাস্থ্যগত হেকমতও ছিল। কেননা, পানি যদি একদমে খাওয়া হয়, তাহলে বেশি পরিমাণে খাওয়া হয়। এবং এতে করে হজমে গোলমাল দেখা দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর নীতি এটাই ছিল যে, যে খাদ্য পবিত্র ও পরিমিত, তা-ই খাওয়া উচিত। কিন্তু, এতে যেন গরীবদের হক্ মারা না যায়, কিংবা মানুষ যেন পেটুক হয়ে না পড়ে। বস্তুতঃ সাধারণভাবে যেমন বলা হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে খাবারই খেতেন। তথাপি, কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু তোহ্‌ফা বা উপহারস্বরূপ নিয়ে আসতো, তাহলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করতেন না। কিন্তু, সাধারণতঃ, তিনি খানা-পিনার ব্যাপারে উত্তম বা উপদেয় খাবার সংগ্রহের চেষ্টা কখনই করতেন না। এজন্যই হতে পারে যে, তিনি খেজুরই পসন্দ করতেন বেশি, এবং বলতেন যে, খেজুর ও মোমেন-এর মধ্যে একটা আত্মীয়তা রয়েছে। খেজুরের পাতা, এর ছিলকা, এর কাঁচা ফল, পাকা ফল, এর আঁটি সব কিছুই কাজে আসে। এর কোন কিছুই অযথা নষ্ট হয় না। প্রকৃত মুমিনও এমনি হয়ে থাকে। তারও কোন কাজই বৃথা যায় না। বরং তার প্রত্যেকটি কাজই মানব জাতির কল্যাণের জন্য সম্পন্ন হয়ে থাকে (বুখারী)।

পোষাক ও গহণার ক্ষেত্রে সরলতা ও খোদা-ভীরুতা (তাক্‌ওয়া)

পোষাক-এর ব্যাপারেও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সাদাসিদা ব্যবস্থাই পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ তাঁর পোষাক ছিল কোর্তা (পাঞ্জাবী) এবং তহবন্দ (লুঙ্গী) কিংবা পাঞ্জাবী ও পাজামা। তিনি তাঁর লুঙ্গী বা পাজামা পরতেন হাঁটুর নীচে টাখনুর ওপর পর্যন্ত। হাঁটু বা হাটুর ওপরের কোন অংশ নাংগা হয়ে যাওয়া তিনি পসন্দ করতেন না, তবে বাধ্য-বাধকতা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এমন কাপড়, যার ওপর ছবি আঁকা থাকতো, তা তিনি পসন্দ করতেন না, তা সে পরনের কাপড়ই হোক আর টানানো পর্দা, ইত্যাদিই হোক। বিশেষ করে বড় বড়

ছবি, যা কিনা শির্ক বা অংশীবাদিতার ইঙ্গিতবহ, সেগুলোর ছাপাযুক্ত কাপড় ব্যবাহারের অনুমতি তিনি কখনই দিতেন না। এই ধরনের কাপড় একবার তিনি তাঁর ঘরে লটকানো দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দিয়েছিলেন (বুখারী)। তবে, যে সব কাপড়ে ছোট ছোট ছবি আঁকা থাকতো, সেগুলির ব্যাপারে তাঁর আপত্তি থাকতো না ; কেননা এগুলির মাধ্যমে শির্ক-এর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার মত ইঙ্গিত থাকতো না। তিনি নিজে কখনই রেশমী কাপড় (সিল্ক) পরতেন না এবং অন্যান্য পুরুষদেরকেও রেশ্‌মী কাপড় পরার অনুমতি দিতেন না।

তিনি (সা.) রাজা বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠি-পত্রে ব্যবহারের জন্য তাঁর সীলমোহরের ছাপযুক্ত একটি আংটি বানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলে দিয়েছিলেন, সেটা যেন সোনার আংটি না হয়, রূপোর হয়। কেননা, খোদাতাআলা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য সোনা পরা নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে, মেয়েদের জন্য রেশমী কাপড় পড়ারও অনুমতি আছে, সোনার গহনা পরারও অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে তিনি উপদেশ দিতেন যে, বাড়াবাড়ি যেন করা না হয়। একবার তিনি গরীবদের জন্য চাঁদা দেওয়ার আহ্বান জানালেন। এক মহিলা একটি কঙ্কণ বের করে তাঁর সামনে রেখে দিলেন। তিনি (সা.) বললেন, অপর হাতটির কি দোজখ থেকে বাঁচবার অধিকার নেই? মহিলাটি তখন অপর হাতের কাঁকণটিও গরীবদের জন্য দিয়ে দিলেন। তাঁর (সা.) বিবিগণের (রা.) গহণা-পাতি ছিল না বললেই চলে। অন্যান্য মুসলিম মহিলারাও তাঁর শিক্ষার অনুসরণে, জেওর অলংকার বানানো থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কুরআনী শিক্ষা মোতাবেক বলতেন যে, মাল-সম্পদ জমা করে রাখলে, গরীবদের অধিকার খর্ব করা হয়। এ কারণেই, সোনা-চান্দি ঘরে জমা করে রাখলে, তা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলে এবং তা পাপও বটে।

একবার হযরত ওমর (রা.) তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করলেন, এখন তো বড় বড় রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূতরা আসছেন, আপনার জন্য একটা দামী জুব্বা দরকার, যাতে করে আপনি তা প্রয়োজনে পরতে পারেন। তিনি (সা.) হযরত ওমরের এই কথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, খোদা তা'লা তো এজন্য আমাকে পয়দা করেন নি। এসব তো তোষামদের কথা! আমার যে পোষাক সেই পোষাকেই আমি দুনিয়ার সবার সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করবো। একবার তাঁর (সা.) কাছে একটি রেশমী জুব্বা আনা হলো। তিনি সেটা হযরত ওমরকে তোহ্‌ফা স্বরূপ দিয়ে দিলেন। পরের দিন তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত ওমর সেটা পরে ঘুরাফেরা করছেন। তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আপনিই তো এটা আমাকে তোহ্‌ফা দিয়েছেন! তিনি (সা.) বললেন, প্রত্যেকটি জিনিষ তো নিজের ব্যবহারের জন্যে হতে পারে না। অর্থাৎ, এই জুব্বাটা যেহেতু রেশমী ছিল, সেহেতু তাঁর (রা.) উচিত ছিল, ওটা তাঁর বিবিকে দিয়ে দেওয়া, কিংবা বেটিকে দিয়ে দেওয়া, কিংবা অপর কেউ হলেও ওটা ব্যবহার করতে পারতো। জুব্বাটা তাঁর (রা.) নিজের পোষাক হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক হয় নি (বুখারী)।

[মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১ অক্টোবর ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

বিশ্ব মুসলিম নেতা'র অস্ট্রেলিয়ায় শুভাগমন

আহমদী মুসলমানরা সিডনির হুদা মসজিদে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-কে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানান

আহমদী মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সফরের দ্বিতীয় ভাগে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছেন।

হুযূর স্থানীয় সময় সকাল ৫:১৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর থেকে একটি নৈশ বিমানযোগে সিডনির কিংসফোর্ড স্মিথ আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলসের বিধানসভার সদস্য মাননীয় কেভিন কনোলী, এমপি এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অস্ট্রেলিয়ার আমীর মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব।

প্রায় ২০ মিনিটের সৌজন্য-বৈঠকে মাননীয় সাংসদ কেভিন কনোলী বলেন, হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে অস্ট্রেলিয়ায় স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়ে তিনি খুবই উচ্ছসিত। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত আহমদীদের জন্য হুযূরের সফর যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এর সম্যক ধারণা আমার রয়েছে।

প্রত্যুষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে উপস্থিত হওয়ায় মাননীয় সাংসদের প্রতি হুযূর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর বৈঠকে সাম্প্রতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন এবং মিঃ কনোলী হুযূরের কাছে অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন।

স্থানীয় সময় সকাল ৫:৫৫ মিনিটে হুযূর বিমানবন্দর ত্যাগ করেন এবং ৫৫ মিনিট পর তিনি সিডনির বায়তুল হুদা মসজিদে পৌঁছান। সেখানে প্রায় ছয়শতাধিক আহমদী মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নিজেদের প্রিয় আধ্যাত্মিক নেতাকে স্বাগত জানায়।

তাঁর আগমনে আহমদীরা নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন ও নযম পাঠ করেন আর হুযূর হাত নেড়ে তাদের আন্তরিকতার উত্তর দেন।

৯ দিনের সিঙ্গাপুর সফর শেষে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ অস্ট্রেলিয়া পৌঁছান। হুযূর (আই.) সিঙ্গাপুরের ত্বাহা মসজিদ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখ স্থানীয় সময় বিকাল ৫:৩০ মিনিটে প্রস্থান করেন।

সেখানে শতাধিক আহমদী মুসলমান অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের প্রিয় আধ্যাত্মিক নেতাকে বিদায় জানায়।

খলীফা হিসেবে তিনি দ্বিতীয়বারের মত অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন এবং অষ্ট্রেলিয়ার ২৯তম সালানা জলসায় (বাৎসরিক সম্মেলনে) তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন।

অনুবাদ : দেলাওয়ার হোসেন তাহা

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৩ অক্টোবর ২০১৩

অস্ট্রেলিয়ার ২৯তম বার্ষিক জলসা উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান কর্তৃক প্রাক-সম্মেলন পরির্দশন সম্পন্ন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, আজ অস্ট্রেলিয়ার ২৯তম বার্ষিক জলসার প্রস্তুতি-মূলক কার্যক্রম পরির্দশন করেন, যা আগামীকাল শুক্রবার হতে সিডনিতে অবস্থিত জামাতের এদেশীয় প্রধান কার্যালয়ে শুরু হতে যাচ্ছে।

পরিদর্শনকালে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এ জলসার আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ পরির্দশন করেন। জলসাগাহ্ পরির্দশনকালীন সময় হুযূর (আই.)-কে আয়োজনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করা হয়।

পরে, হুযূর (আই.) সরাসরী কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব নম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানান। হুযূর (আই.) বলেন, কোনো কাজকেই সামান্য বা তুচ্ছ মনে করা যাবে না বরং অর্পিত প্রত্যেকটি দায়িত্বই গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, যেহেতু জলসায় আগমনকারী সবাই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর অতিথি তাই তাদের সবাইকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের চেষ্টা করতে হবে। হুযূর (আই.) বলেন, আহমদীদের নৈতিকতার উচ্চমান ও সেবার মনোভাব বরাবরই অ-আহমদী অতিথিদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "ভালবাসা ও কোমলতার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হলো আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের একটি উত্তম উপায়। মনে রাখবেন, আমাদের সভাগুলো কেবল নৈতিকতার প্রশিক্ষণের জন্যই নয় বরং ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমও বটে। তাই সকল কর্মীকে নিশ্চিত করতে হবে, যেন তাদের প্রতিটি কাজই সর্বোচ্চমান সম্পন্ন হয়।"

শুক্রবার দুপুরের পর হুযূর (আই.)-এর আহমদীয়াতের পতাকাত্তোলন ও জুমুআর খুতবা প্রদানের মাধ্যমে জলসা সালানা আরম্ভ হবে।

অনুবাদ : আহসানুজ্জামান মাহমুদ

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১০ অক্টোবর ২০১৩

ঐতিহাসিক ম্যালবোর্ন সফর

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর একজন খলীফা ম্যালবোর্ন সফর করেছেন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান এবং পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সিডনি থেকে এক সংক্ষিপ্ত সফরে মেলবোর্ন পৌঁছান।

তাঁর এই সফর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। কেননা কোন খলীফার এটিই প্রথম ম্যালবোর্ন সফর।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) দুপুর ২টায় ম্যালবোর্নের লাঙ্গয়ারিন উপশহরে অবস্থিত আহমদীয়া কেন্দ্রে পৌঁছান এবং সেখানে প্রায় ৭০০ আহমদী নারী-পুরুষ এবং শিশু-কিশোর তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। তারা সবাই নিজেদের প্রিয় আধ্যাত্মিক নেতাকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল। উপস্থিত স্থানীয় আহমদী মুসলমানরা তাদের আধ্যাত্মিক নেতার আগমনে আনন্দে নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং নযম আবৃত্তি করে তাঁকে স্বাগত জানান।

ম্যালবোর্নে খলীফা বহুমুখী ব্যস্ততার মাঝে সময় অতিবাহিত করেছেন। স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাত ছাড়াও শুক্রবার আহমদীয়া মসজিদে পবিত্র জুমুআর খুতবা প্রদানের কথা রয়েছে, যা হবে এই শহরে প্রথম কোনো খলীফা কর্তৃক প্রদত্ত খুতবা।

এই খুতবাটি "এম টি এ ইন্টারন্যাশনাল" সরাসরি সম্প্রচার করবে, ইন্টারনেটে সরাসরি খুতবাটি দেখা ও শোনা যাবে, একইসাথে বিভিন্ন ভাষায় সরাসরি অনূদিতও হবে।

এছাড়া হুযূর (আই.) ম্যালবোর্নে অবস্থানকালীন সময় শহরে আয়োজিত একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করবেন।

ইতিমধ্যে এ বছর হুযূর (আই.) যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, স্পেন, জার্মানি এবং সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং ২০১২ সালে তিনি ক্যাপিটল হিল এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টেও বক্তব্য রাখেন।

তাঁর সকল বক্তৃতা এবং খুতবায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ের কাছে ইসলামের সত্য এবং শান্তির বাণী তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) দ্বিতীয় বারের মত অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন। গত সপ্তাহে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত অস্ট্রেলিয়ার ২৯তম বার্ষিক জলসায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

অনুবাদ : দিলাওয়ার হোসেন তাহা

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৩ই অক্টোবর ২০১৩

ম্যালবোর্নে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতার ঐতিহাসিক ভাষণ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সতর্কবাণী- বিশ্ব ধ্বংসাত্মক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসরমান

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ১১ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সন্ধ্যায় ম্যালবোর্নের প্রিন্সেস কোর্ট অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আয়োজিত এক বিশেষ সংবর্ধনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল পল ম্যাকঙল্যাখল্যান, ফ্রাঙ্কস্টনের মেয়র সান্ড্রা মেয়ার, এন্থনি বায়ার্ন এমপি, জুডিথ গ্রালি এমপি ও ইনগ্রা পিউলিচ এমপি সহ শতাধিক অ-আহমদী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর বক্তব্যে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বর্তমান যুগে বিশ্বশান্তির জন্য তথাকথিত 'আরব বসন্ত' সহ প্রধান হুমকিসমূহ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং বিশ্ব যে ক্রমান্বয়ে এক ভয়াবহ তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন। এরপর, হুযূর (আই.) প্রকৃত ইসলামী-শিক্ষার আলোকে শান্তির রূপরেখা তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সংক্রান্ত ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করে তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে বলেন:

"মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই মানবজাতি পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে এটিই আল্লাহ্ চান। এ জন্যই পবিত্র

কুরআন, যা সকল মুসলমানের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বশেষ শরীয়তগ্রন্থ এর প্রতিটি পাতা মানবজাতিকে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নির্দেশে পরিপূর্ণ।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর গোটা বক্তব্যেই আরব বসন্তের কারণ ও এর ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরেন। লিবিয়ায় ২০১১ সনে ন্যাটোর সামরিক হস্তক্ষেপ-পরবর্তী অবস্থার উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন,

"আমরা যদি লিবিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, এর শাসক গোষ্ঠি, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং গণ মাধ্যম এই ব্যাপারে একমত যে, সেখানে বিভিন্ন উপজাতীয় সরকার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং এর ফলে কেন্দ্রীয়-সরকারকে গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং তা একেবারেই দুর্বল হয়ে গেছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সিরিয়ায় চলমান সংঘর্ষ সম্পর্কে বলেন, যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যে দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে সিরিয়া জর্জরিত, এর জন্য সরকার ও বিদ্রোহী-শক্তি উভয়েই দায়ী। সাম্প্রতিক সামরিক-হস্তক্ষেপের হুমকির পর তা থেকে বিরত থাকার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি স্বস্তি প্রকাশ করেছেন; এছাড়া সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের কাজে যারা নিয়োজিত, তিনি তাদের সাফল্য কামনা করেন ।

সিরিয়ায় যে কোনো বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন,

"একথা বলা একেবারে সঠিক হবে যে, সিরিয়ায় আক্রমণ হলে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইন্ধন যোগানোর নামান্তর হবে। আমরা যদি এই ভয়াবহ অবস্থা এড়াতে চাই, তাহলে নীতি-নির্ধারকদের প্রজ্ঞা ও অধিক বিবেচনার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর বক্তব্যে ইসলামী-শিক্ষার আলোকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি পবিত্র কুরআনের ৪৯ নং সূরার ১০ নং আয়াত উল্লেখ করেন, যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের সকল অবস্থায় ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিতাপের সাথে হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন, আজ কোথাও এরূপ রীতি-নীতি দেখা যাচ্ছে না।

মুসলিম-বিশ্ব সিরিয়া-সংকট নিরসনে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছে, তা উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন,

"আসলে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর দায়িত্ব ছিল সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা। মুসলমান দেশগুলো তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে এই অঞ্চলের বাইরে থেকে অর্থাৎ, পশ্চিমা দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য, কিংবা হয়তো পশ্চিমা দেশগুলো নিজেরাই অযাচিত-অতিথি সেজে বসেছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়া কেবলমাত্র কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এবং আলোচনার

মাধ্যমেই সিরিয়ার সংকট সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন,

"যাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারা শাসক পরিবর্তন করাকে একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে আখ্যা দিয়ে এরপর সরকারের চাবিকাঠি কোনো নির্দিষ্ট দলের হাতে তুলে দিবে– এমনটি হওয়া উচিত নয়।"

হুযূর (আই.) সকল পর্যায়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে বলেন,

"যেখানে সাম্যের নীতি অনুসরণে সিদ্ধান্ত প্রণীত হয় এবং যেখানে সকল মানুষের অধিকার প্রদান নিশ্চিত হয়, সেখানেই কেবল শান্তি ও সমঝোতা খুঁজে পাওয়া যাবে, আর পবিত্র কুরআনের এই সোনালী নীতি কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় বরং প্রকৃতপক্ষে এটা একটা সার্বজনীন-সত্য যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়বিচারকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর বক্তব্যের শেষে বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর শংকার পুনরাবৃত্তি করেন এবং অস্ট্রেলিয় নেতৃবৃন্দকে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার অনুরোধ জানান।

হুযূর (আই.) বলেন,

"আমি এ দেশের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ করছি, তা তারা রাজনীতিবিদই হোন, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাই হোন বা বুদ্ধিজীবীই হোন না কেন, বিষয়টি উপলব্ধি করুন। কেননা অস্ট্রেলিয়াও পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলোর একটি, তাদেরকেও এই নৈরাজ্য ও অন্যায়-অবস্থাকে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা উচিত, যাতে করে আপনাদের ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম আপনাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অভিশাপ ও গালি দেয়ার পরিবর্তে আপনার ধন্যবাদ জানায় এবং আপনাদের জন্য দোয়া করে।"

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হুযূর ছাড়াও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে মেজর জেনারেল পল ম্যাকগুল্যাখল্যান বলেন:

"যুলুম ও চরমপন্থার বিরূদ্ধে আমাদের দেশের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামরিক-বাহিনী শেষ অবলম্বন, পক্ষান্তরে সম্মানিত হুযূর [হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)] এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাণী ও শিক্ষা সব সময় আমাদের প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। অবশ্যই, আহমদীয়া মতবাদ সারা বিশ্বে শান্তি ও শ্রদ্ধাবোধের প্রবক্তা, আর এটা সকলের জন্য একটি অনন্য উদাহরণ।"

ফ্রাঙ্কস্টনের মেয়র সান্ড্রা মেয়ার হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-কে অস্ট্রেলিয়াতে স্বাগত জানান। তিনি বলেন,

"আপনাদের বাণী হচ্ছে 'ভালোবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে', বিশ্বের সবাই যদি এই নীতি অনুসরণ করত, তাহলে কোনো প্রকার যুদ্ধ হত না বরং বিশ্বে কেবল শান্তি আর শান্তিই বিরাজ করত।"

কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য এন্থনি বায়ার্ন এমপি বলেন:

"আহমদী মুসলমানদের আচার-ব্যবহারে আমরা সবাই অভিভূত, কারণ তারা সংলাপে বিশ্বাসী এবং সবসময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর হিত-সাধনে সচেষ্ট। কেবল অস্ট্রেলিয়ায় নয় বরং আমরণ আমি সম্মানিত হুযূরের মঙ্গল কামনা করি।"

প্রাদেশিক এমপি জুডিথ গ্রালি বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় আমার খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বেশ কয়েকজন আহমদী মুসলমান মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। 'ভালোবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-আপনাদের এই বাণী আমার মন-প্রাণে অনুরণিত হয় এবং এই বাণী দূর-বহুদূর ছড়িয়ে পড়ুক; এটিই আমার প্রত্যাশা।

প্রাদেশিক এমপি ইনগ্রা পিউলিচ্ঙ বলেন,

"সম্মানিত হুযূর (আই.) হলেন এমন একজন নেতা, যিনি শান্তির শিক্ষা প্রদান করেন, কাজেই তাঁকে অস্ট্রেলিয়াতে স্বাগত জানানো আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আমাদের সমাজের সাফল্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে।"

অনুষ্ঠানের শেষে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ব্যক্তিগতভাবে অ-আহমদী অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তাদের ভেতর অনেকেই হুযূরের বক্তব্যের প্রশংসা করেন এবং এই আধ্যাত্মিক নেতার সঙ্গে ছবি উঠানোর আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

অনুবাদ : মহিউদ্দীন অভি

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৬ অক্টোবর ২০১৩

বিশ্ব মুসলিম নেতার ম্যালবোর্নে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন

হুযূর অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতায় পাখিদের মুখে আহার তুলে দেন

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর সাম্প্রতিক ম্যালবোর্ন সফরকালে রয়্যাল বোটানিকেল গার্ডেন, ড্যানডেনং পাহাড়ের স্কাই হাই-ভিউ এবং একটি স্থানীয় পাখির পার্ক পরিদর্শন করেন।

রয়্যাল বোটানিকেল গার্ডেন পরিদর্শনের সময় হুযূরকে ওয়াটার সেভিং গার্ডেন (পানি সাশ্রয়ী বাগান) 'লাইফ স্টাইল গার্ডেন এবং রিসার্চ গার্ডেন (গবেষণা বাগান) সহ বিভিন্ন বাগান ঘুরে দেখানো হয়। পার্কে অবস্থানকালে হুযূর যোহর ও আসরের নামায পড়ান।

হুযূর ড্যানডেনং পাহাড়ে স্কাই হাই ভিউ (পরিদর্শন) করেন, যা সমতল-ভূমি থেকে ২০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এখান থেকে ম্যালবোর্ন শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাও দেখা যায়।

সম্ভবত দিনের সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য-মুহূর্ত এসেছিল অপরাহ্নে, যখন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) স্থানীয় পাখি-উদ্যান পরিদর্শন করছিলেন। সেখানে তিনি পরম মমতায় তোতা পাখিদের আধার খাইয়েছেন এবং পাখিরা গভীর আগ্রহভরে সরাসরি তাঁর হাত থেকে খাবার খেয়েছে।

অকৃত্রিম স্নেহ ও পরম মমতায় তিনি পাখিদের খাওয়ালেন; এর মধ্য দিয়ে বিধাতার সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ভালবাসার যে ইসলামী-শিক্ষা রয়েছে, আরো একবার এর প্রতিফলন ঘটলো হলো।

অনুবাদ : ফারুক হোসেন

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৩ অক্টোবর ২০১৩

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None

বিশ্ব মুসলিম নেতা ব্রিসবেনে পৌঁছেছেন

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বাইতুল মসরূর মসজিদ উদ্বোধনের জন্য এসেছেন

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান আধ্যাত্মিক-নেতা এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ২২ অক্টোবর ২০১৩ ইং তারিখে নব-নির্মিত বাইতুল মসরূর মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সিডনি থেকে আকাশপথে একটি সংক্ষিপ্ত যাত্রায় ব্রিসবেন এসে পৌঁছান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) স্থানীয় সময় বেলা ৩:৪৫ মিনিটে বাইতুল

মসরূর মসজিদে পৌঁছলে শত শত আহমদী মুসলমান নারী, পুরুষ এবং শিশু তাঁকে আন্তরিক-অভিনন্দন জানান এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক-নেতাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে মাতোয়ার হন। আধ্যাত্মিক নেতার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করে স্থানীয় আহমদী মুসলমানরা নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং বিভিন্ন নযম পাঠ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ব্রিসবেন আগমনের মূল-উদ্দেশ্য হল, বাইতুল মসরূর মসজিদ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৩, হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ইমামতিতে জুমুআর নামায পড়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রিসবেন অবস্থানকালে হুযূর আনোয়ার (আই.) মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত একটি সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তাঁর সকল বক্তৃতা এবং খুতবায়, মুসলমান এবং অমুসলমান উভয়ের কাছে ইসলামের সঠিক ও শান্তির বাণী প্রচার করেন।

সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফরে, হুযূর আনোয়ার (আই.) ইতিমধ্যেই ম্যালবোর্ন এবং সিডনীতে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এতে তিনি সমাজের সকল স্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন।

এই শহর সফরকালে হুযূর আকদাস (আই.) কয়েক'শ আহমদী মুসলমানের সাথে ব্যক্তিগত-সাক্ষাত করবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) দ্বিতীয় বারের মত অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন। এবারের সফরে হুযূর (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামাত অস্ট্রেলিয়ার ২৯ তম বার্ষিক জলসায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

অনুবাদ : রেজাউল আলম

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান বলেন, সত্যিকার খিলাফত গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান কালে আহমদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরেন

২৮ সেপ্টম্বর, ২০১৩ তারিখ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সিঙ্গাপুরের ত্বাহা মসজিদে এক আলোচনা সভায় ২০ জনের অধিক ইন্দোনেশিয়ান অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। অতিথিগণের মধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবিদের প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন।

সত্তর মিনিটের এই প্রশ্নোত্তর সভায় হুযূর (আই.) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ব্যাখ্যা করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা খন্ডন করেন।

কতক অ-আহমদী ধর্মীয় নেতা আহমদীদের অমুসলমান আখ্যা দেয়া-সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে তাকে অমুসলমান বলার অধিকার কারো নেই। প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষ নিজ অন্তরে যে বিশ্বাস পোষণ করে তাকে অস্বীকার করা বা অমূলক আখ্যা দেয়ার অধিকার কোন ব্যক্তি বা শক্তি কারো-ই নেই।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ক্রমোন্নতির উল্লেখ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রাতারাতি অর্জন করা যায় না। যাহোক, আমরা বিশ্বাস করি, যদি এ প্রজন্মে না-ও হয়, আগত প্রজন্মগুলোর প্রচেষ্টায় আমরা গোটা বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষের হৃদয় জয় করতে পারব। এটি একটি চলমান ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া হলেও আমাদের সাফল্য নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

ইসলামে একাধিক খিলাফত ব্যবস্থা থাকতে পারে কি-না এমন প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক ফির্কার জন্য আলাদা-আলাদা খলীফা থাকতে পারে না। মুসলমানগণ যদি নিজেদের উন্নতি চান, তবে তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যেমনটি তিনি (সা.) বলেছিলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র জামা'তের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আপনি অন্য আর কোন মুসলমান সম্প্রদায়কে এমনভাবে একতাবদ্ধ দেখতে পাবেন না যেরূপে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। আহমদীরা বিশ্বের যে দেশেই বসবাস করুন না কেন আমাদের সদস্যদের আচার-আচরণ এক এবং তাদের বিশ্বাসও অভিন্ন।"

খিলাফত ও গণতন্ত্র সঙ্গতিপূর্ণ কি-না এ প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"খিলাফতের সঙ্গে রাষ্ট্রের অথবা রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। আহমদীয়াত যখন সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে তখনও সরকারী কর্মকান্ডে খিলাফতের কোন ভূমিকা থাকবে না আর খিলাফত রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের কোন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নেই। আমরা ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলে বিশ্বাস করি।"

খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)কে একথাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আহমদী মুসলমানরা কেন সন্ত্রাসী জিহাদের বিরোধী। এর উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে সকল ধর্মের অনুসারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদানের যে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের কোন পরিস্থিতি বিরাজ করছে না।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"আজ ইসলামের ওপর কোনরূপ ধর্মীয়-যুদ্ধ চাপানো হচ্ছে না বরং ইসলাম সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমগুলোর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে জিহাদ হচ্ছে, সত্য ও শান্তিপূর্ণ ইসলামের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বই-পুস্তক প্রকাশ করা। এটিই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় করে যাচ্ছে। আমরা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে চলেছি।"

পরিশেষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্বচ্ছতা সম্পর্কে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন,

"আমাদের সমস্ত শিক্ষা ও প্রত্যেক বিশ্বাস অত্যন্ত স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত। সেগুলো আমাদের প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটগুলোতে খুবই সহজলভ্য। আমাদের মিশনারীগণ যে কোন সময় যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সদা প্রস্তুত। আমরা আমাদের কোন বিশ্বাস কখনো গোপন করি নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো করবো না।"

তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মূল ইংরেজী দেখুন : alislam.org

বিজ্ঞানে কুরআনের অবদান

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী (মরহুম)

আমার প্রভুর মহিমা লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্র কালিতে পরিণত হতো, তাহলে, আমার প্রভুর কথাগুলো শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হয়ে যেত (সূরা কাহফ)। পৃথিবীতে কত লক্ষ কোটি অর্বুদ অর্বুদ মানুষ যে জন্মেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে, তার হিসাব-নিকাশ নেই। প্রতিটি মানুষের হস্ত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা মস্তিষ্ক একই রকমের, কোন প্রকার গরমিল নেই। দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কোটি কোটি মানুষ জন্মেছে, মরেছে, জন্মিবে এবং মরবে, কিন্তু এই অগণিত মানুষের চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে কারো সাথে কারো মিল ছিল না, নাই এবং থাকবে না। বিশ্বস্রষ্টা মহান বৈজ্ঞানিক আল্লাহ্ তা'লা মানুষের চেহারার মাঝে এমনই এক প্রলেপ এঁকে দিয়েছেন, যাতে কেউ কাউকে চিনতে ভুল না করে। প্রতিটি মানুষের চেহারায় কারো সাথে কারো মিল নেই। এমনটি না হলে কতই না অঘটন ঘটতো। স্বামী তার স্ত্রীকে চিনতে ভুল করতো, মা তার নিজের সন্তানকে চিনে নিতে পারতো না। পিতা তার ছেলেকে চিনতো না। ছেলে তার পিতাকে চিনতো না। এমনি ধারায় ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, আপন-পর পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কাউকে চিনতে পারতো না। শুধু তাই নয়। চেহারায় মিল না থেকেও যদি কণ্ঠস্বরের মধ্যে মিল থাকতো, তাহলেও এইরূপ অঘঠন ঘটতো। এ বিষয়ে একটু চিন্তা করলে জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি, লুপ্ত হয়ে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যারা অন্ধ অথবা বার্ধক্য জনিত কারণে চোখে কম দেখে, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই তাদেরকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে তার পরিচয়। নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, আত্মীয়-স্বজন সবারই গলার স্বর যদি একই রকম হতো, তাহলে জালিয়াত, ধোকাবাজী, ফেরকাবাজি, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি দেখা দিয়ে সমাজ জীবনে নেমে আসতো অশান্তি, হাহাকার। মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে চেনা, জানা এবং সহজে বুঝার জন্য চিন্তাশীলদের নিকট এই বিষয়টিই যথেষ্ঠ।

সমুদ্রে বিশাল জলরাশি না থাকলে মেঘমালায় আকাশ আচ্ছাদিত হতো না, আকাশের মেঘমালার বৃষ্টির জল থেকেই শস্যকণা অঙ্কুরিত হয়। এই বৃষ্টির জল থেকেই তরুলতা সজীব হয়। এই বৃষ্টির জলই মাটির বিভিন্ন স্তরে জমা হয়ে থাকে, যা থেকে আমরা নলকূপ, ইত্যাদির সাহায্যে পানীয় জল সংগ্রহ করে থাকি। আমরা পারি না আকাশ থেকে জল নামাতে। তরুলতাকে সজীব করতে। এসব কাজে আমরা ব্যর্থ। তবে কে তিনি সেই কারিগর মহা বৈজ্ঞানিক? তিনি মহা-বৈজ্ঞানিক রহমত-দাতা মহান আল্লাহ্। তিনি তাঁর মহাবাণীতে বলেছেন : "ফলত: তোমরা যা বপন কর, তা কি লক্ষ্য করেছ? তবে কি তোমরাই তা অঙ্কুরিত কর না আমরাই অঙ্কুরিত করি? যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিব। তবে কি তোমরাই তা মেঘ হতে অবতরণ কর না আমরাই অবতরনকারী? যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে আমরা তাকে লবনাক্ত করে দিতে পারি–তথাপি কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর না।" (সূরা ওয়াকেয়া)

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা সমুদ্র সম্পর্কে গভীর তত্ত্বপূর্ণ রহস্যাবলী চিন্তা করতে মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "সমুদ্রদ্বয়কে সম্মিলিত ভাবে প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মধ্যে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক রয়েছে। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারোপ করবে? উভয়ের অভ্যন্তর হতে মুক্তা ও প্রবাল সমূহ নির্গত করা হয়। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারোপ করবে? অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারোপ করিবে।" (সূরা রহমান) সুতরাং শুধু জলে স্থলে এবং আকাশেই নয়, সমুদ্রের অতল গহ্বরে অবস্থিত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও মহিমা ব্যক্ত করেছেন ও মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন। দু'টি সমুদ্র সম্মিলিত হয়ে পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছে, কি আশ্চর্য! একটির জল তীব্র লবণাক্ত, পান করার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আর একটির জল সুস্বাদু! আবার কি এক অনতিক্রম্য প্রাচীর আছে, যার ফলে উভয়ের জল মিশ্রিত হচ্ছে না। কে তিনি সেই মহাকারিগর? বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির দিনেও আমরা এসব বুঝতে অসমর্থ। সমুদ্রের অভ্যন্তর হতেই প্রবালসমূহ বের করা হয়, যা আমাদের কাজে আসে। কোটি কোটি প্রাণীর বাস সমুদ্রের এই জলের মধ্যেই। যে প্রাণী হতে আমরা বহু উপকার পেয়ে থাকি। অজস্র মাছ, এই সমুদ্রের বুকেই সৃষ্টি হয়েছে যা পৃথিবীর সকল মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়। সমুদ্রের বিশাল জল রাশিতে বড় বড় জাহাজ পণ্যদ্রব্য নিয়ে এক দেশ হতে অন্য দেশে যাতায়াত করছে। আমরা বৈজ্ঞানিক, জাহাজ তৈয়ার করেছি, কিন্তু কোথা দিয়ে সেই জাহাজ চলবে সে স্থান তৈরী করতে পারি নাই। বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে আজও আমরা এসব কাজে অসমর্থ।

"তিনিই অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের জন্য আকাশ হতে পানি, যা তোমাদের পানীয়। তার সাহায্যে জন্মে থাকে গাছ পালা, তাতে তোমরা পশু চড়িয়ে থাক। তিনি তদ্বারা উৎপাদন করে থাকেন তোমাদের জন্য শষ্য, জয়তুন ও খেজুর, আঙ্গুর এবং রং-বেরং

এর ফল। যথার্থই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আছে অনেক নিদর্শন। আর তিনি অনুগত করেছেন তোমাদের পক্ষে দিবস রজনী, চন্দ্র-সূর্য এবং তারকাগুলোকে–এসব তাঁরই আনুগত্য করে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা উপলব্ধি করে থাকে। আর যা কিছু পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের, নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, উপদেশ গ্রহণকারী জাতির জন্য। তিনিই সমুদ্রকে করেছেন তোমাদের অনুগত। তোমরা যেন তা থেকে খেতে পাও তাজা মৎস্য। তোমরা তাতে খুঁজে বেড়াও অলঙ্কার, পড়ার জন্য। আর দেখ, সমুদ্রের বক্ষ-বিদীর্ণকারী তরীগুলো। যেন তোমরা তার করুণা অন্বেষণ করতে পার। তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হও। আর বিছিয়ে দিয়েছেন তিনি পৃথিবীর ওপর পর্বতগুলো, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে দুলতে না পারে।

আরো দিয়েছেন তিনি নদী নালা এবং রাস্তাগুলো, যেন তোমরা পথের সন্ধান পাও। আরও দিয়েছেন তিনি চিহ্ন। আর তারকার সাহায্যে তারা পথের নির্দেশ লাভ করে। তিনি সৃষ্টি করেন। আর যারা সৃষ্টি করে না, তারা কি কখনও তুল্য হতে পারে? আল্লাহ্‌র নিয়ামত গুনে তোমরা কখনো শেষ করতে পারবে না। যথার্থই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী করুণাময়।" (সূরা নাহল)

পৃথিবীতে মানুষ পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার জন্ম নিচ্ছে, আবার এই পৃথিবীর বুকেই লয় পাচ্ছে। এই পৃথিবীর বুকে বৃক্ষলতা ও জীব-জন্তুর জন্ম হয়, সবাই লীন হয়ে যায়, আবার জন্ম হয় নূতনভাবে। এমনি ভাবে চলে আসছে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে। একের পর এক জন্ম নিচ্ছে এবং এই পৃথিবীর পেটেই লয় পাচ্ছে, হজম হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন অবসাদ আসে না, জন্মদানের ক্ষমতাও নষ্ট হয় না, হয়তো হবেও না। সৃষ্টির বৈচিত্র নিয়ে একটু ধীরস্থীর ভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে মহান কারিগর বৈজ্ঞানিক প্রভু, দয়ার সাগর, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কীর্তন না করে পারা যায় না। মানুষ নিতান্ত অসহায় হয়েই মায়ের গর্ভে স্থান নেয় এবং পরম দয়াময় আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় আস্তে-ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। যখন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও কার্যোপযোগী হয়, তখনি মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কার ইশারায় এবং হুকুমে এমনিভাবে শিশুটি মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, মা এবং শিশু কেহ কিছুই জানে না। শুধু তাই নয়। এই অবলা শিশু মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর পরই তেরী এবং উপযুক্ত খাদ্য মওজুত পায় মায়ের বুকে। কে তিনি সেই বৈজ্ঞানিক কারিগর? আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য।

"মানুষকে আমরা অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা তিন) "মানুষকে আমরা ঘনিভূত রক্ত হতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আলাক) "তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন।" "সেই মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই।" (আল ইমরান) মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে উদ্দেশ্য করেই অন্যান্য সৃষ্টি। পাক কালামে আল্লাহ্ তা'লা বলেন : "পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে আমরা বৃথা সৃষ্টি করি নাই" (সূরা জুমার) একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, করুণাময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সৃষ্টির সেরা প্রিয়তম বান্দাগণের খেদমতে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন করীমের বহু জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। যেগুলো নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ কত মহান, দয়ালূ, করুণা নিদান, কত সুমহান, কত বড় কারিগর ও বৈজ্ঞানিক।

মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর, সুগঠিত ও জটিল। ঘটনাক্রমে যদি কারো কোন একটি অঙ্গ না থাকে, তবে সে নিজেই বুঝে তার অভাব। তার দুঃখ-বেদনা আমাদের চাইতে বেশি। জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, মস্তিষ্ক, ইত্যাদি। মানুষ, পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু ও কীট পতঙ্গের চক্ষুর জ্যোতি এক প্রকার নয়। যার একটি অঙ্গ না থাকলে কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক-অঙ্গ মূল্যহীন।

পবিত্র কালামে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে মানুষ! তোমরা মহোত্তম প্রভুর নাম-কির্তন কর, যিনি তোমাকে সৃজন করেছেন। তোমার যে বিষয়ের প্রয়োজন ও যে বিষয়ের যতটুকু দরকার তা প্রদান করেছেন। তোমাকে পূর্ণত্ব প্রদান করেছেন এবং তৎপর তোমার পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ যিনি তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন হেতু তোমার যে যে বিষয়ের দরকার ও যে বিষয়ের যতটুকু দরকার তা তোমাকে প্রদান করেছেন। এবং তারপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করে সহজ জ্ঞান ও বিবেক প্রদান করে এবং তোমার জন্য ঐশী গ্রন্থ ও পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানুষ এ শিক্ষা যথাযথ অনুসরণ করে নাই।" (সূরা আলা) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি বল–তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ সমূহ ও চক্ষু সমূহ ও অন্তর সমূহ দিয়েছেন–তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক।" (সূরা মূলক) মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে মস্তিষ্ক সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা দেহরাজ্যের সম্রাট। কেননা ইহার আদেশ না পেলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই মস্তিষ্কের অপরিসীম ক্ষমতা ও অগণিত কার্যকর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে সমর্থ নয়।

যাই হোক, দুনিয়া সৃষ্টির পর কোটি কোটি বৎসর চলে গেছে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক একথা বলেননি যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর কোন মুসলিম বৈজ্ঞানিক এ কথা ঘোষণা করতে পারলো না যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা বিধর্মীর মুখ দিয়ে একথা বের করিয়ে পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলে নিয়ে আসবেন।" (সূরা মোহাম্মদ) আজ সভ্য-জগত মাত্রই এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে।

চিন্তাশীল মনীষীদের জন্য পবিত্র কুরআন একটি অদ্বিতীয় এবং মহামূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। যে সিদ্ধান্ত কোন বৈজ্ঞানিক দিতে পারে না, যুগ যুগ সাধনা করেও যার সিদ্ধান্ত মিলে না, পবিত্র কুরআন করীমে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করেই সাধকের সাধনা ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনিই পবিত্রতম, যিনি ভূমি হইতে উদ্গত সমস্ত বিষয়ের যুগল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবন হইতেও, তাহারা যাহা জানে না–তাহা হইতেও।" (সূরা ইয়াসিন) "তুমি একবার আল্লাহ্‌র সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, উহা অপ্রতিহত গতিতে ফিরিয়া আসিবে।" (সূরা মূলক) "কে সৃষ্টি করিয়াছেন আসমান জমীন? আর কে

আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন? যার ফলে আমরা সাজাইয়াছি সজীব-বাগান। তোমাদের সাধ্য ছিল না এমনি গাছপালা সৃষ্টি করা। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন প্রভু আছে? বরং তোমরা এমনি জাতি যে অপরকে আল্লাহ্‌র তুল্য মনে করে থাক।" (সূরা নমল) ধির-স্থির ভাবে সৃষ্টির দিকে একবার তাকালে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি অসার হয়ে আসে। সৃষ্টিরাজির নিয়ম শৃংখলার প্রতি লক্ষ্য করলে নয়ন ঝলসে যায়। একই জায়গার একই মাটিতে আম, কাঠাল, লিচু নারিকেল পয়দা হয়। কিন্তু কারো সাথে কারো মিল নাই। আসলে কেউ বলে না জাম খেয়ে আমের স্বাদ পেয়েছি। তেমনি ভাবে কাঠাল খেয়ে বলে না লিচুর স্বাদ পেয়েছি। এমনি ভাবে আমের বীজ থেকে কাঠাল হয় না, কাঠালের বীজ থেকে আমও হয় না। এইরূপে সবই নিয়ম শৃংখলার অধীন। কোথাও অনিয়ম নাই।

এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা লায়েল) নর ও নারী যা তিনিই সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা নাবা) পুরুষ ও নারীকে আমরা যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়ছি।" একই আবহাওয়ায় একই রক্তমাংসে গঠিত নারী ও পুরুষ। পুরুষ হয় শক্তিশালী আর নারী হয় কোমল স্বভাবের ও লজ্জাবতী। পুরুষ সাধারণত: চঞ্চল। নারী ধীর ও স্থির। তা ছাড়াও পুরুষ ও নারীর বহু প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই সেই মহা বৈজ্ঞানিকের মাহাত্ম ও বৈচিত্র ফুটে উঠে।

আর আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে মাটি হইতে, পুনরায় বীর্য হইতে, তারপর তোমাদিগকে করিয়াছেন জোড়া জোড়া। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন মাতা গর্ভ ধারণ এবং প্রসব করে না। কেহ দীর্ঘায়ু হয় নাই, তবে সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথার্থই এই কাজ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

"এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি–যেন তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা জারিয়াত) একটু মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অতি সহজে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'লা প্রতিটি সৃষ্টিকেই যুগল ভাবে সৃষ্টি করেছেন। যার মাধ্যমে সৃষ্টি নুতন রূপ লাভ করে থাকে।"

মানুষের সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য, তারা যেন মহান আল্লাহ্‌ তা'লার গুণাবলীর ধারক ও বাহক হয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। "তিনি জমিন-আসমানস্থ সব কিছু তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, তারকা, পাহাড় ও নদী নালা সব কিছুকেই একটি আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে বেষ্টিত করিয়া তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা সাধন করতে পার।"

"তোমরা কি মনে কর যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক এবং উদ্দেশ্য বিহীন রূপে সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না।" (সূরা মু'মিনুন) "মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং তার সৃষ্টির লক্ষ্য এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ্‌ তা'লার গুণাবলীর ধারক ও বিকাশস্থল হয়।" (সূরা জারিয়াত)

পবিত্র কুরআন করীমের বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পিছনে আল্লাহ্‌ তা'লার উদ্দেশ্য এই যে, উহা যেন মানবজীবনের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনে সহায়ক হয়। এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য এই যে, সে যেন আল্লাহ্‌ তা'লার গুণাবলীর বিকাশস্থল হতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের জন্য কুরআন করীমে মহাবাণী সন্নিবেশিত করে বলেছেন– "নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রহিয়াছে শ্রবণকারী জাতির জন্য। পবিত্র কুরআন করীমে বহু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিষ্প্রাণ বলে কোন কিছু নাই। প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ আছে। যাদেরকে আমরা জড় বলে থাকি, যাদেরকে নির্জীব ও নিস্প্রাণ বলে মনে হয়, তাদেরও প্রাণ আছে। "তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহ্‌কে সেজদা করছে।" (সূরা রহমান)

নিষ্প্রাণ হলে আল্লাহ্‌কে সিজদা করা, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর উপাসনা করার কোন প্রশ্নই আসতো না। জড় দেহে প্রাণ আছে বলে এই তো সেদিন বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌ তা'লা ঘোষণা করেছেন যে, জড় বস্তুর প্রাণ আছে। "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অন্তর্গত সমস্তই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করছে।" (সূরা রহমান) একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্‌ তা'লার উপাসনায় রত।

প্রকাশিত হয়েছে

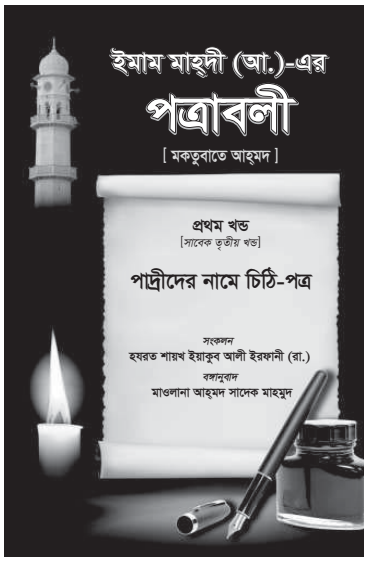

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

ইসলামের শিক্ষাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো সমাজ ও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যত নবীর (আ.) আগমন ঘটেছে, তাঁদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ যেসব দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান একটি দায়িত্ব হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পবিত্র কুরআন

মাহমুদ আহমদ সুমন

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ্ পাক হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচারক। যেহেতু ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ, তাই ইসলামী-রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্ পাক এ নির্দেশই প্রদান করেন যে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে সে ধনী হোক বা গরীব হোক, আল্লাহ্ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হও, সেজন্য তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল, অথবা সত্যকে এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখো, তোমরা যা কর সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরোপুরি অবগত আছেন' (সূরা নিসা: ১৩৬)।

এ আয়াতে শুধুমাত্র সুবিচারের অর্থই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয় নি, বরং সুবিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য শর্তাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, শুধুমাত্র সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথাই নয়, বরং সুবিচারের পতাকাকেও সমুন্নত রাখতে হবে। যেখানেই ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হতে দেখা যাবে, সেখানে তা সমুন্নত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। মামলায় কোন পক্ষের হার-জিতের জন্য সাক্ষ্য নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সাক্ষ্য দিতে হবে। কেননা সত্য সাক্ষ্য ব্যতিরেকে সুবিচারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সত্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যদি নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে অথবা নিজ পিতা-মাতার প্রতিকূলেও যদি যায়, বা নিকটাত্মীয় পরিজনের স্বার্থে আঘাত লাগে, তবুও সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। ন্যায় বিচারের উচ্চ মানদন্ড ছাড়া সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সত্যকে প্রধান মাধ্যম বানাতে হবে।

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা যেন কখনোই তোমাদেরকে অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার করো। এ কাজটি তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্-সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত আছেন' (সূরা মায়েদা: ৯)। পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের নিরিখে হযরত ওমর ফারূক (রা.) কাযী শুরায়হ্-এর নামে একটি আদেশ লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি (রা.) লিখেন 'বিচার সভায় দরকষাকষি করবে না, কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবে না' (তানতাবী, ওমর ইবনুল খাত্তাব, পৃ: ৩০৭)।

ইসলাম একটি শান্তি-প্রিয় ধর্ম এবং এর শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ইসলামের শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সমাজ ও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যত নবীর (আ.) আগমন ঘটেছে, তাঁদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ যেসব দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান একটি দায়িত্ব হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী সকল নবীরাই (আ.) দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন এবং এক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে 'নিশ্চয় আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আমাদের রাসূলদেরকে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব এবং মানুষকে ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডও অবতীর্ণ করেছি' (সূরা আল হাদীদ: ২৬)।

ইসলামে ন্যায়বিচারের শিক্ষা এমন এক অনিন্দ-সুন্দর শিক্ষা, যা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ন অমুসলিমও শুনে প্রশংসা না করে পারে না। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করাই মহানবী (সা.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য এবং তিনি নিজ আমল দ্বারা সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। যেভাবে কোরআনে বলা হয়েছে 'বল, আমার প্রভু আমাকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন' (সূরা আরাফ: ৩০)। অপর এক স্থানে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি' (সূরা আশ শূরা: ১৬)।

আল্লাহ্ তা'লার অনুপম শিক্ষা এবং ইসলামের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তীর বহিঃপ্রকাশ তখনই সম্ভব হবে, যখন প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি আদেশের ওপর আমল করবে। ন্যায়বিচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেদের ঘর, সমাজ, আপন-পর, এমনকি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার সাথে ন্যায়সূলভ ব্যবহারের মাধ্যমেই মহানবী (সা.)-এর

প্রকৃত-অনুসারী হিসেবে আমরা দাবী করতে পারি। এছাড়া কেবল শ্রেষ্ঠ নবী উম্মতের দাবী করার কোন মূল্য নেই, আমাদের কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। আমরা যখন সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো, তখনই আমরা আল্লাহ্ প্রেমিকও হতে পারব আর খায়রে উম্মত হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারব এবং আল্লাহর দরবারে মু'মিন হিসেবে বিবেচিত হব।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ আচরণের ও পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন' (সূরা আন্ নাহলঃ ৯১)। আরো বলা হয়েছে 'আর মু'মিনদের দু'দল যুদ্ধ লিপ্ত হলে তাদের মাঝে তোমরা মীমাংসা করে দিও। এরপর তাদের মাঝে একদল অন্যদলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করলে যে দল সীমালঙ্ঘন করে, তারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এরপর তারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে এলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন' (সূরা আল হুজুরাতঃ ১০)। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের এই নীতিমালা এক মহা রক্ষা কবচ। মুসলিম বিশ্ব যদি আজ পবিত্র কুরআনের এই নীতির ওপর আমল করতো, তাহলে বিশ্বময় অরাজকতার কোন প্রশ্নই থাকতো না।

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ হলো 'তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তা অন্যদের জন্যও পছন্দ কর'। আমরা যদি এই হাদীসের ওপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হই, তাহলেই কেবল ন্যায়বিচার সম্ভব। সাধারণত আমরা কি দেখি, নিজের অধিকার পুরো আদায়ের ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর, অথচ অন্যের অধিকারের প্রতি সামান্যতম চিন্তাও করি না। সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদেরকে যদি নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজেষ্ঠদের অসন্তুষ্টিরও সম্মুখিন হতে হয়, তারপরও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। আমরা যখন নিজেরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব, তখনই আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারি। নিজের মধ্যেই যদি ন্যায়পরায়ণতা না থাকে, তাহলে অপরকে কিভাবে উপদেশ দিতে পারি?

ইসলামের শিক্ষা কতই না চমৎকার! বলা হয়েছে, শত্রুরাও যদি তোমাদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার আকাঙ্খী হয়, তারাও যেন তা পায়। কারো বিরোধীতা আমাদেরকে যেন ন্যায়বিচার বা সত্যতা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আমাদের হৃদয় যেন সব ধরণের শত্রুতা থেকে মুক্ত থাকে। আমরা যেন আল্লাহ্ পাকের কাছে এই ঘোষণা করতে পারি, হে আল্লাহ্! কারো সাথে আমাদের কোন বিদ্বেষ ও শত্রুতা নেই। আজ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের বিস্তার করার জন্য, শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য মুসলমানদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে। অথচ যারা ন্যায়বিচারের জন্য আদিষ্ট হোন, তারা সবাই আল্লাহ্ পাকের আদেশকে ভুলে বসেন। ইসলাম ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, পরাক্রমশালী ও প্রভাবহীন, সকলকে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা দান করে।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন 'ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন ষাট বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম'। তিনি (সা.) আরেক স্থানে বলেন 'সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ শাসক, আর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হচ্ছে জালেম শাসক' (মুসনাদ আহমদ)। হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন 'নিশ্চয় ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহ্‌র কাছে নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে, যারা তাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত করা হয়, সেসব বিষয়ে সুবিচার করে' (মুসলিম)। হযরত রাসূল করীম (সা.) এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন পবিত্র কুরআন মজিদে বর্ণিত ন্যায়বিচারের বিধিমালা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং নিজকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করেছেন, তেমনি ভাবে হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও হযরত আলী (রা.) তাঁদের খিলাফতকালে প্রতিপক্ষের সাথে একই অবস্থানে বিচারালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ন্যায়বিচার করতে গিয়ে হযরত ওমর (রা.) তাঁর পুত্রের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। তিনি (রা.) নিজকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে প্রতিপক্ষের সামনে যেভাবে পেশ করেছেন, তেমনি সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগে গভর্নরদেরকে শাস্তিও দিয়েছেন এবং ন্যায়বিচার লাভের পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করে প্রতিকার প্রাপ্তিকে অত্যন্ত সহজলভ্য করেছেন।

আমরা যারা নিজদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবী করি, আমাদের প্রত্যেককে এই অঙ্গিকার করা উচিৎ, আমরা নিজেদের ঘর এবং সমাজের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ ও দেশকে জান্নাত সদৃশ্য বানাবো। পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায়ের শিক্ষা সুস্পষ্ট করে পৃথিবীকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষাকারী হব। সমগ্র বিশ্ব অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থায় আছে এবং ধ্বংসের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমান, অমুসলিম, কারো মাঝেই আজ ইনসাফ অবশিষ্ট নেই। আর কেবল যে ইনসাফই অবশিষ্ট নেই তা নয়, বরং যুলুমের সব সীমা সমূহকেও ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীর চোখ উন্মোচন আর যুলুম থেকে বিরত রাখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষার দায়িত্ব কেবল মুসলমানরাই পালন করতে পারে। কারণ মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনের মত এমন এক অস্ত্র দান করেছেন, যার ছায়াতলে আশ্রয় নিলে সবাই মুক্তি পেতে পারে। যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা বিচারকার্য পরিচালনার ভার ন্যাস্ত করেছেন, তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন ন্যায়বিচারের পরিপূর্ণ হক আদায় করেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে 'তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে' (সূরা নিসাঃ ৫৯)।

অপর এক স্থানে বলা হয়েছে 'তুমি তাদের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করলে সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন' (সূরা মায়েদাঃ ৪৩)। আমরা সবাই যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করি, তাহলেই সমাজ-দেশ সর্বত্রই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যেভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.), সেই একইভাবে আবার যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই না আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর প্রকৃত উম্মত হবার দাবী করতে পারি।

আজকে ন্যায়বিচারের বড়ই অভাব। আর একারণেই সর্বত্র বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা দেখা দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা শাসনকার্যে নিয়োজিত সকলকে ন্যায়বিচার করার তৌফিক দান করুন। সেই সাথে সমগ্র পৃথিবীতে যেন আবার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য সবাইকে বেশি বেশি দোয়াও করা উচিৎ।

masumon83@yahoo.com

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার

সংকলনঃ মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

(৪র্থ কিস্তি)

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা নিজ পরিবারের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন, (সূরা নেসাঃ রুকু-২) হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজ পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাকে এবং আমিও নিজ পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী তাঁর পরিবারের সঙ্গে খুবই নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। মূল কথা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পারিবারিক জীবন ছিল একটি বেহেশ্‌তী-জীবন । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাড়ির অভ্যন্তরে যেসব মহিলা-ভৃত্য কাজ করতেন, তারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, মির্যা সাহেব তাঁর বিবির কথা বড়ই মান্য করেন।

সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কেও হাদীসে আছে, "নিজ সন্তানদেকের তোমরা সম্মান প্রদর্শন কর"। আর কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের উপুক্ত শিক্ষা ও তরবিয়ত দান করে, তাদের বেহেশ্‌তের জামিন আমি।" এ হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সন্তানদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে এরশাদ করেছেন, নিজ সন্তান-সন্ততিকে মার-ধর করা বড়ই নিন্দনীয়। তিনি বলেছেন, এইরূপ ব্যক্তি নিজেকে সন্তানদের হেদায়াত ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার দাবীদার হয়ে যায়। ('সীরাত মসীহ্ মাওউদ' পৃঃ ২২)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গে সর্বদাই উত্তম ব্যবহার করতেন। কোন ত্রুটি হলেও তিনি তাদেরকে তিরস্কার বা মারধর করতেন না। ভৃত্যদেরকে তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন এবং একই দস্তরখানে তাদের সঙ্গে বসে খানা-পিনা করতেন। একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন কাজে একজন ভৃত্যসহ বাটালা গিয়েছিলেন। তখন কাদিয়ান থেকে বাটালা যাওয়ার জন্য ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি ঘোড়ায় রওনা হলেন এবং পথিমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন ও ভৃত্যকে ঘোড়ায় চড়তে বললেন। তখন ভৃত্য অসম্মতি জানালে তিনি বললেন, "আমার হাটতে ভাল লাগে, আপনি ঘোড়ায় উঠুন।" এভাবে বাটালা পর্যন্ত যেতে অধিক পথই তিনি পদব্রজে গেলেন এবং ভৃত্য ঘোড়ার চেপে গেল। বাটালা পৌঁছে তিনি ভৃত্যকে চার আনা পয়সা খাবার খাওয়ার জন্য দিলেন এবং নিজের জন্য এক আনার ডাল রুটি ও ভূনা ছোলা এনে খেলেন। (মাওলানা আব্দুল করীম সাহেব রচিত সীরাত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃঃ ১৬ ও সীরাতে সুলতানুল কলম, পৃঃ ২২)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) সম্পর্কে হাদীসে আছে, তিনি রাজা-বাদশাহদের মত আড়ম্বরপূর্ণ মজলিসে বসতেন না এবং তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ খুব সাদাসিধে ছিল। অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে মজলিসে এভাবে বসতেন যে, দূরদেশ হতে কোন আগন্তক এলে তারা হযরত রাসূল করীম (সা.) কে চিনতে পারতেন না, যতক্ষণ পর্যন্তন না কেউ চিনিয়ে দিত। (তিরমিযী)।

ঠিক এরূপই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজ মজলিসে বিশিষ্ট কোন আসনে না বসে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে বসতেন এবং তাঁর পরিধানের কাপড়ও খুব সাদাসিধে ছিল। সকলের সঙ্গে তিনি হাসিমুখে আলাপ করতেন। সাধারণ মানুষও যখন তাঁর কাছে এসে সুখ-দুঃখের কথা বলত, তখন তিনি খুব মনোযোগ সহকারে তা শুনতেন এবং তাকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। (সীরাতুল মাহ্‌দী ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৭, সীরাতে সুলতানুল কলম, পৃঃ ২৪)।

লাহোরে একজন প্রবীন আহমদী বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব ফোরম্যান, রেওয়ায়েত করেছেন, "একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাহোর আগমন করেন। তখন আমরা কয়েকজন যুবক এ সিদ্ধান্ত নিলাম যে অন্যান্য জাতির নেতারা যখন আসেন তখন যুবকরা টমটম গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদের নেতাকে গাড়ীতে বসিয়ে নিজেরাই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমাদের নেতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো বড় বড় বাদশাহ্‌র চেয়েও বেশী সম্মানের অধিকারী। সুতরাং আজ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ঘোড়ার গাড়ীর

ঘোড়ার পরিবর্তে নিজেরাই টেনে নেবে। হুযূর যখন তশরীফ আনলেন, তখন গাড়ী হতে ঘোড়া খুলে নেওয়া হলো এবং কিছু যুবক ঘোড়ার গাড়ী টানার জন্য তৈরী হয়ে গেল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন ঘোড়ার গাড়ীর কাছে আসলেন তখন তিনি (আ.) ঘোড়া না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ঘোড়া কোথায়? উত্তরে আমি বললাম হুযূর! অন্যান্য নেতারা যখন আসেন, তখন যুবকেরা তাদের নেতাকে সম্মান দেখানোর জন্য নিজেরা গাড়ী টানে। আমাদের যুবকদের এই খায়েশ হয়েছে যে, তারা নিজেরা আজ হুযূরের গাড়ী টানবে। হুযূর উত্তরে বললেন,- 'ঘোড়া লাগিয়ে দাও। আমি তো মানুষকে পশু বানাতে দুনিয়াতে আসিনি। আমি পশুকে মানুষ বানাতে এসেছি।' (মাওলানা দেলওয়ার বারী সাহেব প্রণীত 'মসীহ্ দাওরান' পুস্তক দ্রষ্টব্য, সীরাতে সুলতানুল কলম পৃ: ২৬)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যামানার প্রথম দিকে যখন মেহমানখানার ব্যবস্থা ছিল না, তখন যত মেহমান হুযূরের কাছে কাদিয়ানে আসতেন, তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হুযূর নিজের বাড়িতে করতেন। অনেক সময় দেখা গেছে, হুযূর নিজে খাঞ্চা হতে মেহমানদের খাবার নিয়ে আসতেন এবং নিজেও মেহমানদের সাথে বসে খাবার খেতেন। (সীরাতে সুলতানুল কলম, ২৬)।

হযরত আহমদ (আ.) এর প্রিয় সহচর হযরত মিঞা আব্দুল্লাহ যান ওয়ারী সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত মির্যা সাহেব (আ.) নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেছিলেন। মেহমানগণের খাওয়া দাওয়া শুরু হওয়া মাত্র আকস্মিক ভাবে আরো বহু মেহমান এসে গেলেন এবং দেখতে দেখতে আগন্তকদের সমাগমে মসজিদে মোবারক ভরে গেল। অন্দর মহলেও এ খবর পৌঁছে গেল যে, মেহমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এটাকে তিনি (আ.) এতটুকু ভ্রুক্ষেপ করলেন না বরং সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ খাবার পাঠানোর জন্য অন্দর মহলে খবর দিলেন। সে যামানাতে কাদিয়ানে কোন মেহমানখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কাজেই বাড়িতে বেগম সাহেবা এতদ্বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং হযরত আকদাস (আ.)কে পরামর্শের জন্য অন্দর মহলে ডেকে পাঠালেন। তিনি (আ.) অন্দর মহলে তশরিফ নিয়ে যাওয়া মাত্র বেগম সাহেবা নিবেদন করলেন, আপনার নির্দেশে মাত্র ১০/১২ জনের খাবার প্রস্তুত আছে। তিনি আরও জানালেন যে, জর্দার পরিমাণ এত কম যে, কোন প্রকারেই এত বেশী লোককে পরিবেশন করা যাবে না। বেগম সাহেবার অভিমত শুনে হযরত আকদাস (আ.) বললেন, এটি সমুচিত হবে না। তিনি (আ.) এও বললেন যে, 'তোম জার্দেকে ডেগ মেরে সামনে লে আও"। নির্দেশ মোতাবেক জর্দার পাতিল হুযূর আকদাস (আ.) এর সামনে আনার পর তিনি স্বহস্তে একটুকরা কাপড় দ্বারা পাতিলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দম করলেন আর বলেছিলেন যে, এখন খানা বাইরে পাঠাতে থাক "আল্লাহ্ বরকত দেগা"।

এ ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী মিঞা আব্দুল্লাহ্ সানওয়ারী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, সবার জন্য কোর্মা পোলাও এবং জর্দা পাঠিয়ে দেওয়ার পরে দেখা গেল মসজিদে মোবারক ভর্তি সকল মেহমান তৃপ্তির সাথে আহার করলেন এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাবার বেঁচেও গেল। (সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খন্ড পৃ: ১৪৮, হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম, এ প্রণীত)

এক সময় তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে চিত্তে শুদ্ধি লাভের জন্য এবং অধিকতর রূহানী প্রগতির জন্য ৬ মাস পর্যন্ত নফল রোযা পালন করেছিলেন। এমনকি হযরত আকদাস (আ.)-এর ৯ মাস পর্যন্ত নফল রোযা পালনের কথাও বর্ণিত আছে। যা হোক, এ কঠোর সাধনার সময় হযরত আহমদ (আ.) অতীব স্বল্পহারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বল্পাহার সত্যেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি, বরং আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযলের ফলশ্রুতিতে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তিনি এক অনাবিল শান্তিময় এবং কর্মময় জীবন লাভ করেছিলেন ।

দীর্ঘ ৬ মাস অনবরত রোযা পালনের বিষয়টি সকলের জানা ছিল না। হযরত আকদাস (আ.) পূর্ব থেকে কতিপয় গরীব মিসকীনকে গোপনে ঠিক করে রেখেছিলেন, যখন অন্দর মহল হতে মসজিদে খাবার পাঠান হবে, তখন ঐ খাবার থেকে যৎসামন্য তাঁর জন্য রেখে বাকী সবটা তারা যেন নিয়ে যেতে পারে। তিনি যে মসজিদে অবস্থান করতেন সদা-সর্বদা সেখানে গরীব মিসকীনগণ যাতায়াত করত। (সীরাতে সুলতানুল কলম, পৃ: ৩৫-৩৬)।

(চলবে)

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০.০০ টাকা, কোর্স ফি -৫০০.০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০.০০ টাকা। সর্বমোট ৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮৩১৯৬২৬, ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ইশায়াতে ইসলাম

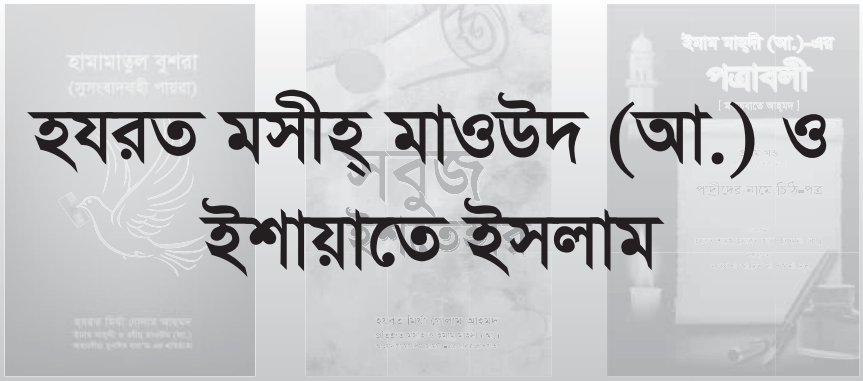

নাবিদ আহমদ লিমন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআন করীমে সুরা আস সাফফ এর ১০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দিনীল হাক্কে লিইউজহিরাহু আলাদ্দীনে কুল্লিহি, ওয়া লাও কারিহাল মুশরেকুন।" অর্থাৎ তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা তা যত অপছন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মসীহ্ মাওউদের হাতে এটা পূর্ণ হবে। (তিরিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩২)।

বর্তমানে আমরা তা পূর্ণ হতে দেখছি আর দেখতে থাকব। হযরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর ওপর কোন মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) বাকী থাকবে না যাতে আল্লাহ্ ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিবেন না।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলাম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– "শ্রবণ করো! কুরআন ও হাদীসে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে এবং সকল ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং ক্রুশ ধ্বংস হবে। এটা স্বীকৃত যে, শেষ যুগে যখন খ্রিষ্টীয় মতবাদ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সেই সময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মাধমে ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। (মলফুযাত)

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামের ওপর এমন এক অন্ধকার নেমে এল যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে গেলেন, জানা যায় ঐ সময়ে কেবল ভারতবর্ষেই প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে যায়, তাদের মাঝে বহু আলেম শ্রেণীর লোকও ছিলেন। ইসলামের এই দুর্দিনে মহান আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের হেফাযত, শ্রেষ্ঠত্ব এবং খোদার তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে দাঁড় করালেন। এরপর তিনি (আ.) সকল ধর্মের পন্ডিতদেরকে ইসলামের মোকাবেলায় তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের বিজ্ঞ পন্ডিত, জ্ঞানী যারাই তাদের নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে এসেছেন, তাদের বিজয় তো দুরের কথা, প্রত্যেককেই পরাজয়ের মালা বরণ করতে হয়েছে। আর যারা অহংকার বশে মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে, তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং অনেকেই ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে মুসলমানদের মাঝে সে সময় শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে দাবী করার পর মত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর নিরলস ভাবে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁর আহ্বানে পথহারা মানুষ খুঁজে পেয়েছিল সঠিক পথের দিশা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম ৪ খন্ডে ইসলামের স্বপক্ষে ৩০০টি দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং আর্যসমাজী ও খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন যে, তোমরা যদি পুরোটা বা অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক চঞ্চমাংশও খন্ডন করতে পারো, তাহলে ১০ হাজার রুপী পুরস্কার দেয়া হবে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি আজ পর্যন্ত কারো হয়নি, আর কখনো হবেও না (ইনশাআল্লাহ্)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শুধুমাত্র বারাহীনে আহমদীয়াতেই নয়, বরং অসংখ্য পুস্তকে তিনি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নূরুল হক, সিররুল খিলাফাহ, আত তবলীগ, সিরাজুম মুনীর প্রভৃতি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের সেবায় ও ইশায়াতে ইসলামের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ইসলামের বিপক্ষে যত ধরনের আপত্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, সবগুলোর উত্তর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিয়েছেন তাঁর লেখনী, চিঠি পত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে। তিনি প্রায় ৮৮ খানা পুস্তক ও ৯০ হাজার চিঠি-পত্রাদি লিখেছেন।

তিনি (আ.) যখন এই ধরাধামে আবির্ভূত হন, তখন ইসলাম নামে মাত্র ছিল। এর প্রচার ও প্রসার তো অনেক দূরের কথা, এ সম্পর্কে আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের পুত্র আল্লামা আবুল খায়ের নূরুল হাসান ১৩০১ হিজরীতে তার লিখিত পুস্তক 'ইকতেরাবাতুস সাআত'-এ লিখেন–"এখন ইসলামের মাত্র নাম ও কুরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট রয়েছে, মসজিদগুলি বাহ্যিকভাবে আবাদ ; কিন্তু একেবারে হেদায়াত শূন্য। এই উম্মতের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল জীব হতে নিকৃষ্টতম।

আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার পংক্তি আমার মনে পড়ল, তিনিও লিখেন–

"ওয়াযা মে তুম হো নাসারা, তমদ্দুন মে হনুদ,

ইয়ে মুসলমাঁ হ্যা জিনহে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ।"

অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদে তোমরা খ্রিষ্টান, সংস্কৃতিতে তোমরা হিন্দু, এই তো হলো মুসলমান, যাদেরকে দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।

১৯৮৬ সালে স্বামী সাধু শোগান চন্দ্র যখন সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে ধর্মীয় পন্ডিতগণ যেন তার নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। আর এ অনুষ্ঠানের জন্য ৫টি প্রশ্ন

নির্ধারিত ছিল। আর এই ৫টি প্রশ্নের উত্তর তারা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকেই দিবেন। এই ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লাহোরের টাউন হলে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ অনুষ্ঠানের জন্য ৫ টি প্রশ্নের উত্তর সহ একটি প্রবন্ধ লিখেন। যা নির্ধারিত তারিখে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব পাঠ করেন। সকলেই এ প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পত্রিকা সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট লাহোর, খ্রিষ্টান হওয়া সত্বেও এই প্রবন্ধের উচ্চ প্রশংসা করেছে এবং একে অবিস্মরণীয় বলে উল্লেখ করেছে। পরবর্তীতে এ প্রবন্ধই ইসলামী উসুল কি ফিলসফী (ইসলামী নীতিদর্শন) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯৮ সালের ৩রা জানুয়ারী তালীমুল ইসলাম স্কুলের ভিত্তি রাখেন। তারপর ১৯০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী একে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বানানো হয়। অবশেষে ১৯০৩ সালের ২৮ শে মে তালীমুল ইসলাম কলেজের উদ্বোধন করেন। তিনি (আ.) এ বিদ্যালয় সম্পর্কে বলেন–আমাদের বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য হল ধর্মকে যেন পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রচলিত শিক্ষাকে এর সাথে রাখার কারণ হল এ জ্ঞান যেন ধর্মের সেবক হয়। আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে কেউ এফ.এ বা বি.এ পাশ করে পার্থিব ভোগ বিলাসের পিছনে ঘুরে বেড়াক। বরং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল এমন লোকেরা যেন ধর্মের সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করে। তারা ধর্মীয় সেবার জন্য কাজে আসবে। (আল হাকাম ১০ ডিসেম্বর ১৯০৫)

এরই ধারাবাহিকতায় জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে।

এখন আমি আপনাদের সামনে ইশায়াতে ইসলামের কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একবার জলসা সালানায় অনেক মেহমান আসেন। তাদের জন্য খাবার ছিল কিন্তু তরকারীর টাকা ছিল না। তখন মীর নাসের নওয়াব সাহেব আসলেন ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে জিজ্ঞেস করলেন কি করা যায়। তিনি (আ.) বললেন, বেগম সাহেবার কাছে যাও, তাঁর স্বর্ণালংকার এনে বিক্রী করে তরকারীর ব্যবস্থা কর। আর এই স্বর্ণালংকার ই প্রথম স্বর্ণালংকার, যা হযরত আম্মাজান দিয়েছিলেন। নাসের নওয়াব সাহেব অলংকার বিক্রি করলেন ও তরকারীর ব্যবস্থা করলেন। (আসহাবে আহমদ, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ১০৮)

ইশায়াতে ইসলামের আরো একটি ঘটনা খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর আল ফযল পত্রিকা সম্পর্কে, যা আজ আমরা পড়ে থাকি। যখন আল ফযল পত্রিকা প্রকাশ করা হবে, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর নিকট কোন টাকা ছিল না। তিনি ঘরে আসলেন, তাঁর স্ত্রীর সকল অলংকার নিয়ে নিলেন, এমন কি ছোট মেয়ে নাসেরা বেগম সাহেবার জন্যও যা স্বর্ণ রাখা ছিল তাও তিনি নিলেন। আর তিনি সমস্ত স্বর্ণ বিক্রি করে আল ফযল পত্রিকা প্রকাশ করেন। (সওয়ানেহ ফজলে উমর ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯,২৪০)

যারা অসহায় গরীব, তারাও ইশায়াতে ইসলামের জন্য কুরবানী করে গেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন একজন গরীব মহিলা, তার কাছে অল্প স্বর্ণালংকার ছিল, তা দিয়ে দিল। কিন্তু তার মনে প্রশান্তি আসছিল না। সে ঘরে গেল, কিছু তৈজসপত্র ছিল তাও এনে দিয়েছিল। তার স্বামী যা দিয়েছ তাই তো যথেষ্ট। মহিলার আবেগ এতই বেশি ছিল যে, সে তার স্বামীকে বললো, যদি সম্ভব হত তাহলে আমি তোমাকেও বিক্রি করে খোদার রাস্তায় দিয়ে দিতাম। এরূপ ছিল তাদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত।

ইশায়াতে ইসলামের জন্য শুধু মহিলারাই কুরবানী করেন নি। বরং অসংখ্য পুরুষের কুরবানীও রয়েছে যা উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের জান-মাল, সময়, সবকিছু ইশায়াতে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে ছিলেন। এমনই কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করছি।

মৌলভী নাযীর আহমদ সাহেব মুবাশ্বের : তিনি জামা'তের একজন একনিষ্ঠ খাদেম। তিনি বর্তমানে Gold coast-এ কর্মরত আছেন। জামা'ত থেকে তাকে কোন সাহায্য করা হত না। তিনি তার আত্মীয়-স্বজন থেকেও দুরে থাকেন তবলীগ ও ইশায়াতে ইসলামের জন্য। তবলীগের কাজে যাওয়ার জন্য তিনি তার স্ত্রীর রুখসতানার কাজটিও সমাপ্ত করতে পারে নি। বিবাহ হয়েছে মাত্র বিদায়ের পূর্বেই আদেশ এসেছে তুমি তবলীগে যাও। তিনি তখনই চলে গেলেন। (আল ফজল ১লা অক্টোবর ১৯৪২)

হযরত মৌলভী জালালুদ্দীন শামস সাহেব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন– আমাদের এমন অনেক মুবাল্লেগ রয়েছেন, যারা ১০, ১৫ বছর যাবৎ বিভিন্ন দেশে ইশায়াতে ইসলাম ও তবলীগের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আর তারা তাদের স্ত্রীদের ঘরে রেখে গিয়েছে। তাদের চুল পেকেও গিয়েছে। কিন্তু তাদের স্ত্রীরাও কোন দিন এ অভিযোগ করেনি যে তাদের স্বামীরা বিয়ের পরপরই বা কিছু দিন পরে চলে গিয়েছে। এরূপই আমাদের একজন মুবাল্লেগ মৌলভী জালালুদ্দীন শামস সাহেব। বিয়ের পর তিনি তবলীগের কাজে ইউরোপ চলে যান। তাঁর ঘটনা শুনে চোখে জল আসে। একদিন তার ছেলে ঘরে এসে মাকে বলে, মা, বাবা কাকে বলে? স্কুলে সবাই সবার কথা বলে, আমি তো জানিই না বাবা কি জিনিস? কেননা যখন মৌলভী সাহেব চলে যান, তখন বাচ্চাদের বয়স ৩/৪ বছরের হবে। আর যখন মৌলভী সাহেব ফেরৎ আসলেন, তখন ছেলেরা যুবক হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিল। আরো এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যা জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা খোদা তা'লা ও তাঁর ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য করেছেন, যা ইশায়াতে ইসলামের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল–যখন আবু সুফিয়ানকে কায়সারের দরবারে ডাকা হল রাসূল করীম (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান ছিল না। যখন সে দরবার হতে বাহিরে আসল, তখন সে অত্যন্ত হতবাক হয়ে বলল–দেখ! মক্কার এক এতীম বালক তাঁর খবর কোথা হতে কোথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আর আজ এই মক্কার এতীমের গোলাম অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ এর কথা, তাঁর পরিচিতি কোথা হতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তাঁর বাণী পৌঁছেছে। আর পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই, যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছানো হচ্ছে না। বর্তমানে পৃথিবীর ২০৪ টি দেশে প্রকৃত-ইসলামের অর্থাৎ আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা বুঝার এবং সেই সাথে ইশায়াতে ইসলামের জন্য খেদমত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

প্রত্যেক সন্তানেরই পিতা-মাতার মাধ্যমে এ পৃথিবীতে আগমন ঘটে। আল্লাহ্‌র পর পিতা-মাতাই সন্তানের অভিভাবক। একজন মাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়, খাদ্য, ঔষধ, শরীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি পর্বের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণে। ধার্মিক মা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। গর্ভের সন্তানকে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করতে চান মা, বাবা মিলে তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গর্ভের সন্তানের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে বেড়ে যায় মায়ের কষ্টের পালা। সুদীর্ঘ দশ মাস গর্ভে ধারণ করে অবশেষে মা প্রসব করেন তার সন্তান। আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় মায়ের দ্বিতীয় পর্বের কষ্টের পালা। মলমূত্র, খাদ্য, পরিচর্যা কোনটাই সন্তান নিজ দায়িত্বে স্বাধীন ভাবে করতে পারে না। প্রতিটি কর্মই সম্পাদন করতে হয় তার মায়ের।

সন্তানের খাদ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, তালিম-তরবিয়ত সব কিছুই সাধিত হয় মা-বাবার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। যৌবনে পদার্পণ করেও অনেকেই নির্ভরশীল থাকেন পিতা-মাতার ওপর। সন্তানের পান থেকে চুন খসলে মায়ের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। ভাল স্কুল, ভাল পরিবেশ, খাদ্য, সন্তানের আশা-আকাঙ্খা, আব্দার পূরণে মা-বাবা সদা সচেষ্ট থাকেন। এ সব পূরণে তাদের আনন্দের সীমা নাই। এহেন পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কত ব্যাপক হওয়া উচিত, তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারা প্রত্যেক সন্তানের নৈতিক-দায়িত্ব।

আমাদের নবী (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীন বলেছেন, “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।” অন্য এক হাদীসে সন্তানের ওপর হকদার কে বেশী, এর জবাবে তিনি তিনবার মায়ের কথা উল্লেখ করে চতুর্থবার পিতার কথা উল্লেখ করেছেন। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৪-২৫ আয়াতে নির্দেশ হল–‘আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তোমার জীবদ্দশায় তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে (বিরক্তি সূচক) উহ্-ও বলো না এবং তাদেরকে বকা-ঝকা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র (ও) সম্মানসূচক কথা বলো। আর তুমি মমতা ভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। (আর দোয়ার সময়) বলবে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমার লালন পালন করেছিল।

হযরত ওয়ায়েস করনী (র.) বৃদ্ধা মায়ের সেবা ব্যাহত হবে বিধায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত থেকে গিয়েছিলেন। অথচ রাসূল প্রেমে এ বুযুর্গের অন্তরে সমুদ্রের জোয়ারের চাইতেও উত্তাল ছিল। মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে সে বেদনাও তিনি সয়ে নিয়েছিলেন। আমরা সবাই জানি, এ বুযুর্গকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জুব্বা উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.) মায়ের আদেশে তাঁর জামার আস্তিনে স্বর্ণমুদ্রার কথা ডাকাতের নিকট অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পিতার জন্য দোয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, পবিত্র কুরআন পাঠে আমরা তা জানতে পারি। একমাত্র তৌহিদের পরিপন্থী তথা আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীত আদেশ পালনেই পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করতে হয়। তাও নম্র, ভদ্র, বিনয়ের সাথেই করতে হয়। তাদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করার আদেশ নাই।

অনেকেই এমন আছেন যারা পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা দেখান। মা বাবা অশিক্ষিত হলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন। (আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নাই) বয়সের ভাড়ে বিছানাপত্র অপরিষ্কার করলে নাক ছিটকান–এসব আভিজাত্যি নয়–নিশ্চিত ভাবেই এগুলো গর্হিত। নিতান্তই কেউ যদি সেসব সেবা দানে অপারগ হন, তবে তার জন্য উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আশ্রমে প্রেরণ করে দায়িত্ব খালাস এ-ও ভাবা অন্যায় এবং তা কোনভাবেই বাঞ্চনীয় নয়। আমাদের সবারই আল্লাহ্‌র শিখানো এ দোয়া “রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা” সব সময় পাঠ করা উচিৎ এবং এর ওপর আমল করা দরকার।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা হচ্ছে পিতা-মাতার সেবা

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার এবং মানবজাতির সেবা করার জন্য। আর সেবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে পিতা-মাতার সেবা করা। সন্তানের উচিত পিতামাতার সাথে নম্রভাবে কথা বলা। এমন কোন কথা বলব না, যা তাদের মনে দুঃখ দেয়। বলা হয়েছে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত। তবে আমরা কেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করব না। আমরা প্রত্যেকেই আশা করি বেহেশ্‌তের। বেহেশ্‌ত পেতে হলে পিতা-মাতাকে সম্মান করা উচিত। তবেই আমরা বেহেশ্‌তের অধিকারী হতে পারব।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "এবং তোমার প্রতিপালক তাগিদপূর্ণ এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলো। (১৭:২৪) কুরআন করীমে আরও বলা হয়েছে, পিতা-মাতার জন্য সন্তানের সর্বদা এই দোয়া করা উচিত 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা'। আসলে পিতা-মাতাকে অবমাননা করা মানে আল্লাহ্‌কে অবমাননা করা। হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ ব্যক্তি আমার উত্তম সাহচার্যের জন্য বেশী উপযুক্ত? তিনি বললেন, 'তোমার মা' তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়গণ। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযী) প্রত্যেক সন্তানের উচিত খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য পিতা-মাতার খেদমত করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়, যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের প্রতি আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়' (কিশতিয়ে নূহ্)। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত, খোদার নৈকট্য লাভ করতে চাইলে পিতা-মাতার সম্মান করা। খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার প্রতি সদয় হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া, নাটোর

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে খোদার সন্তুষ্টি

পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষের এ পৃথিবীতে আগমন। অতএব পিতা-মাতার তুল্য হিতৈষী, পরম শ্রদ্ধাভাজন গুরু আর কেউ নেই। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রমাণ মানব জীবনের অখন্ডনীয়-দলীল পবিত্র কুরআন এবং মানব আদর্শের-প্রতীক হাদীস থেকে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "আমরা মানবকে নিজেদের পিতা-মাতার সঙ্গে সু-আচরণ করার তাগিদ দিয়েছি" (২৯:৯)। সন্তানদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো।" মহানবী (সা.) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত"। আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকারের পরই পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন জগতের সকল ধর্মেই স্বীকৃত। ঁউঁু ঃড়ধিৎফং এড়ফ, উঁু ঃড়ধিৎফং চধৎবহঃং ধহফ উঁু ঃড়ধিৎফং সধহশরহফ.চ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সন্তানের জীবনে মা বাবার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। সন্তান জন্মাবার পূর্ব থেকেই বাবা-মা সার্বিক প্রস্তুতি নেন। "মা কষ্ট ও দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের উদরে বহন করেছে, আর তাকে একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং বাবা মায়ের প্রতিও। আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।" (লোকমান : ১৪) সন্তানদেরকে বড় করে তোলার জন্য তাঁদের এক শাশ্বত কামনা "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" সন্তানের জন্য সার্বিক ক্ষেত্রেই বাবা-মার উৎকণ্ঠার শেষ নেই! এজন্যই বাবা-মার প্রতি সন্তানের সীমাহীন কর্তব্য। তাঁদের ঋন শোধের নয়। তাঁদের পূর্ণ সন্তুষ্টির দিকে সর্বদা মনযোগ দিতে হবে। "পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে খোদার সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে খোদার অসন্তুষ্টি নিহিত" (তিরমিযী)। "তোমাদের কাছে যদি তাঁদের একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে, তবে তুমি তাঁদেরকে "উফ" পর্যন্ত বলবে না, তাঁদেরকে ধমক দিবে না। বরং তাঁদের সঙ্গে সম্মান করে কথা বলবে" (মুসলিম)। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আরো বলা আছে, "উত্তম সাহচার্যের ও উত্তম আচরণের সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার তার মা, মা, মা এবং ৪ বারের বার বললেন বাবা। মালফুজাতেও বলা আছে, পিতার দোয়া সন্তানের জন্য কবুলীয়তের মার্যাদা রাখে।

সন্তানের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো বাবা-মার অনুগত ও বাধ্য হওয়া। এই আখেরী জামানায় দেখা যায়, মা-বাবার দিকে নজর দেবার সময় সন্তানদের নেই। যার জন্য বৃদ্ধাশ্রম বা ঙযফ-ঐড়সবং-এ তাঁদের প্রায়ই ঠাঁই হচ্ছে! কিন্তু নিজেদের জীবনে সাচ্ছন্দ্য না থাকলেও তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে শৈশবের অসহায় দিনগুলিতে যেমন তাঁরা করেছেন তেমনি তাঁদের বার্ধক্যের অসহায় দিনগুলিতে তাঁদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করা অবশ্যই কর্তব্য। এ জগতে অমরত্বের স্বাদ নিয়ে যে সকল মানব হৃদয় বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই পিতৃ ও মাতৃভক্তির এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! যেমন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন, জর্জ ওয়াশিংটন, প্রমুখ।

তাছাড়া চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন (রা.) তো অবশ্যই। তাঁদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি যুগ-যুগান্তরে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আসলে মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্যে রয়েছে দুই জাহানের শান্তি ও মুক্তির পথ।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকে বলেছেন, "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়, যা কুরআনের বিরুদ্ধে নয় তাঁদের আদেশ পালন করে না এবং তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।" হযরত ইসমাঈল (আ.) এর পিতার প্রতি ইতায়াত এর অনুপম-দৃষ্টান্ত পৃথিবীর প্রতিটি সন্তানের আদর্শ হওয়া উচিৎ, যাতে সমগ্র মানব জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব মঙ্গল নিহিত। মূল কথাই হলো, ধার্মিক সন্তান পেতে হলে পিতা-মাতা ইবাদতকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলে সন্তানেরাও এই ঐশী আদেশকে পালন করবে, আলহামদুলিল্লাহ্।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

পিতা-মাতার আনুগত্যের মাধ্যমেই সন্তানের সফলতা নির্ভর করে

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন। আর মাতা-পিতার উসিলা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই আমরা এই পৃথিবীতে আগমন করে থাকি। জন্মলগ্ন থেকেই পিতা-মাতা আমাদের পরম যত্নে লালন-পালন করে থাকেন। ভূমিষ্ট হওয়ার ঐ অসহায় সময়ে মাতা-পিতা সন্তানের সকল চাহিদা মিটিয়ে পরম আদরে আগলে রাখেন। আর সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার আনুগত্য করা হল সন্তানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, পিতা-মাতার সেবা করা হল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ্‌র হক পালন করার পরেই হল পিতা-মাতার হক। শত কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে তাঁরা আমাদেরকে বড় করে তোলে। সন্তানরা যখন যুবক বয়সে উপনীত হয়, পিতা-মাতা তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়। ঠিক ঐ সময়েই তাদের দেখাশোনা করা হল সন্তানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কেননা বৃদ্ধ হওয়ার দরুন তাঁরা তখন সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখন তারা ছোট শিশুদের মত হয়ে যায়। তখন তাদের জন্য দোয়া করতে হয় "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগীরা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা শৈশবে যেমন আমার প্রতি স্নেহ-মমতার আচরণ করেছিল, তেমনি তুমিও তাদের প্রতি সদয় হও" (সূরা বনী ইসরাঈল– ২৩-২৫)। কত সুন্দর ও মহান শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লার। নিজে আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন, কিভাবে আমরা পিতা-মাতার জন্য দোয়া করব। কতই না অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর।

আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার প্রধান স্তর হল তিনটি ১। আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, ২। শিরক্ না করা, ৩। পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। (সূরা নিসা: ৩৬) এই তিনটি মাধ্যমকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে ধর্মের অন্যান্য নিয়ম-কানুন এমনিতেই মানবের সংস্পর্শে এসে ধরা দেবে। অতএব আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে হলে প্রথমেই পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। নবী করীম (সা.) বলেছেন–"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি"। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পিতা-মাতার আদেশ পালন করা সন্তানের অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু পিতা-মাতা যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করে আর সন্তানকে তা করতে বলে, কেবল তখন তাদের কথা অগ্রাহ্য করে আল্লাহ্ আদেশ পালন করতে হবে। কিন্তু তাঁদেরকে ত্যাগ করা যাবে না। শেষোক্ত উক্তিটি দ্বারা আবারও প্রমাণিত হল, পিতা-মাতার আনুগত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কারণ আল্লাহ্ তা'লা পিতা-মাতার কষ্ট দানকারী সন্তানকে দুনিয়াতেই অবধারিত শাস্তি প্রদান করেন। সন্তানের ওপর পিতা-মাতার উভয়েরই হক আছে। কিন্তু পিতার চেয়ে মাতার হকই বেশী। কারণ মাতার হক সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেন– "আল জান্নাতু তাহ্‌তা আক্‌দামিল উম্মাহাতি" অর্থাৎ মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত। দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্ব প্রকার কল্যাণ লাভ করার প্রধান উপায় হল পিতা-মাতার সন্তুষ্টি। আমাদের জীবনের সাফল্য নিহীত রয়েছে পিতা-মাতার খুশির ওপর। কাজেই কোন অবস্থাতেই পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া উচিৎ নয় এবং তাদের সাথে সর্বদা ভাল আচরণ করা কর্তব্য।

শেখ মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ্, ঘাটুরা

দায়িত্ব থাকলেও দায়িত্ববোধ সবার নেই

মানুষের কাছে নিজ জীবনের চেয়ে প্রিয় জিনিস হলো আপন সন্তান। পরম আদর স্নেহ দিয়ে সে লালন করে সন্তানকে। জীবনের সব কিছু উজার করে দেয় সন্তানের জন্য। সমস্ত প্রতিকুলতার মাঝেও বুকে আগলে রাখে নি:স্বার্থভাবে, শুধুই ভালবাসার টানে। হ্যাঁ, অনেকেই বলবেন-সন্তানকে লালন-পালন করাতো পিতা-মাতার দায়িত্ব। আচ্ছা; দায়িত্ব কি শুধু পিতা-মাতার? সন্তান হিসেবে আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? আসলে দায়িত্ব আমাদের সবার-ই আছে, কিন্তু দায়িত্ববোধ সবার ভিতরে নেই। একশ্রেণীর মানুষ আছে মাকড়শা-প্রকৃতির। শাবক মাকড়শা জন্মের সময় মায়ের বুক খুবরে খেয়ে জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ মানুষের মাঝেও এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, মা-বাবার ভোগ আরাম-আয়েস, শখ, অর্থ, সবকিছু নষ্ট করে নিজে বড় হয় এবং এক সময় নি:স্ব বাবা-মাকে হতাশায় ছেড়ে দিয়ে নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের মাঝেও দায়িত্ববান মানুষ আছেন, যারা শুধুমাত্র ভদ্রতা/দায়িত্বের খাতিরে হয়তো বেতন পেয়ে প্রতিমাসে কিছু টাকা মা-বাবাকে পাঠিয়ে দেয়। বাবা-মা যদি বৃদ্ধ হয়, তাহলে তাদেরকে দেখাশুনার জন্য কাজের লোক রেখে দেয়া। শুধু এটাই যদি আমাদের দায়িত্বের নমুনা হয়, তাহলে তো

বলতে হয় পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ ব্যাপারটা শুধুমাত্র আর্থিক; আত্মিক নয়! মানুষ হিসেবে একবার ভেবে দেখা দরকার, মানুষের সব দায়িত্ব কি অর্থ দিয়ে করা সম্ভব? কিন্তু অভাব ভালবাসার, মায়ার, যা বোঝার জন্য দরকার বাবা-মার প্রতি সুক্ষ্ম অনুভূতি। জীবনের শেষ প্রহরে সন্তানকে কাছে পাবার জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছটফট করতে থাকেন, হয়তো মুখফুটে বলতে পারেন না। আমাদের কি উচিত নয়, তাদের এই ব্যাকুলতায় সাড়া দেয়া? আমাদের সমাজের অধিকাংশ ছেলেরাই চাকুরী, সন্তানের লেখাপড়া, পারিবারিক কলহের কারণে বাবা-মার কাছ থেকে দূরে থাকে। প্রতিটি ছেলের ভেবে দেখা দরকার, বাহ্যিক এই দূরত্ব তাদেরকে নৈতিক দায়িত্ব থেকেও দূরে সরিয়ে রাখছে না তো? প্রতিটি মেয়ের চিন্তা করে দেখা দরকার–জন্মদাতা পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসে শ্বশুর শ্বাশুরীকে বাবা-মার স্থানে বসিয়ে তাদের প্রতি সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছি কি-না?

আমাদের সর্বপ্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো, "পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপণীত হলে তুমি তাদেরকে 'উফ' বলো না"। আমাদের প্রিয় এবং সবার আদর্শ হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাঝেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত (তিরমিযী)। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে পিতা-মাতার সেবা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মিসেস আয়শা আহমদ (হিমু), রংপুর

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

* আমাদের একমাত্র সন্তান আফতাব হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য। তার দাদা মরহুম ডাঃ নূর হোসেন (রেকাবি বাজার, মুন্সিগঞ্জ), নানা জনাব হুমায়ূন কবীর, সেক্রেটারী রিসতানাতা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'ত। সে তার ভবিষ্যত উন্নতির জন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

পিতা-মাহতাব হোসেন
মাতা-নাছিরা হোসেন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

* আমাদের ২য় কন্যা জান্নাতি নাইম মনিকা এবারের জেএসসি পরীক্ষায় মনিপুর স্কুল ও কলেজ থেকে জিপিএ ৫ সহ গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে তার ভবিষ্যত উন্নতির জন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

শহীদ মোহাম্মদ মসীহ ও মোছা: সামিনা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিরাজগঞ্জ

* আমাদের ছোট ছেলে মোহাম্মদ মাহফুজ, বড়হাট, সিপাই দীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৩ সালের ৫ম শ্রেণীর চ,ঝ,ঈ পরীক্ষায় এ.চ.অ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং জামা'তের খেদমত করতে পারে সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

পিতা-মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মাতা- ফরিদা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, (ক্ষুদ্রপাড়া হালকা) বীরগঞ্জ, দিনাজপুর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

ঘাটুরায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে গত ০৯/১১/২০১৩ তারিখ রোজ শনিবার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন মরিয়ম ছিদ্দিকা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জাহানারা বিপুল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আরবী কাসিদা পেশ করেন ঝুমারা জান্নাত এবং সায়েমা আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন যথাক্রমে রিপা মাহমুদ এবং আমাতুল জামিল। বাংলা নযম পেশ করেন যথাক্রমে শারমিন শিমুল এবং রহিমা বেগম। বক্তব্য পর্বে 'নবীদের মোহর' এ বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন রেহানা পারভীন। 'দরূদ শরীফ পাঠের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রহিমা নাজীম। 'দুনিয়াতে মহানবী (সা.)-এর আগমন এবং তাঁর বাণী' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোবাশ্বেরা সেলিম। সভাপতির সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে ৯ জন মেহমানসহ লাজনা ও নাসেরাত ৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ০৩-১২-২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন আফরিন আহমদ (হিয়া)। উক্ত অনুষ্ঠানে উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন তাহমিনা ফয়েজ ও খাওলাদীন উপমা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে : সীরাতুন নবী (সা.) জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন সুফিয়া বেগম। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রাসূল প্রেম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আফসানা আহমদ (টুম্পা)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সুরাইয়া নাসের তুলি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ফারহানা আক্তার। সভানেত্রীর ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২৯ জন লাজনা ও ৬ জন নাসেরাত এবং কয়েকজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

গাজীপুর জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৩/১২/২০১৩ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শেখ হাম্মাদ আহমদ, এরপর উর্দু নযম পেশ করেন জনাব শেখ আরিফুর ইসলাম। এরপর পর্যায়ক্রমে জনাব শেখ আল মাহমুদ 'মহানবী (সা.) এর আতিথেয়তা' এবং মৌ. লুৎফর রহমান, মহানবী (সা.) এর 'জীবনাদর্শ' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে জনাব মহিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট-এর সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

জায়েদুল কাদের

ফতুল্লা জামা'তে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে বাজামাত তাহাজ্জুদ আদায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লায় গত ৩১.১২.১৩ তারিখ রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৪টা ৪৫ মিনিটে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায এর আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পুরাতন বছরের সকল দুঃখ কষ্ট এবং গ্লানীকে পিছনে ফেলে নতুন বছরের আগামি দিনগুলিকে স্বাগতম জানানো হয়। যাতে করে এ বছর আমাদের জামা'তের জন্য কল্যাণজনক হয়। সেই সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূরীভূত হয়ে শান্তি বিরাজ করে। খাকসার নিজে তাহাজ্জুদ নামায পড়াই এবং বাদ ফজর কুরআন দরস দেই।

উক্ত তাহাজ্জুদ নামাযে সবমোট ৩১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নিজ নিজ ঘরেও অনেকেই নামায আদায় করেছেন।

মৌ. মোহাম্মদ আমীর হোসেন

তেজগাঁও জামা'তে বিশেষ তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইংরেজী নতুন বছরকে বরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও এবং মজলিস আনসারুল্লাহ, তেজগাঁও এর যৌথ উদ্দ্যোগে ইংরেজী নতুন বছরকে নামায ও দোয়ার মাধ্যমে বরণ করার লক্ষে গত ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে স্থানীয় মসজিদে বিশেষ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের আয়োজন করা হয়। এতে জামা'তের সদস্যরা উৎসাহ ও আনন্দের সাথে অংশ নেয়। তাহাজ্জুদ নামায ও ফজর নামায শেষে পবিত্র কুরআন থেকে দারস প্রদান করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। নতুন বছর যেন সারা বিশ্বে শান্তি বয়ে আনে এবং আহমদীয়া জামা'তের জন্য অগনিত রহমতের বার্তা নিয়ে আসে এ উপলক্ষে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবের নির্দেশে মোয়াল্লেম সাহেব। অংশগ্রহণকারী সবার জন্য মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

ঢাকা জামা'তের মাদারটেক হালকায় ওয়াকারে আমল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

গত ২৯/১১/১৩ তরিখ ঢাকা জামা'তের মাদারটেক হালকার একটি উৎসাহ ব্যাঞ্জক ওয়াকারে আমল কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে উক্ত ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে আমাদের মসজিদ এর রাস্তা সংলগ্ন প্রধান সড়কের পার্শ্বে পুকুরের মধ্যে প্রায় ৫৫ ফুট দীর্ঘ বাশের ব্যাড়ার পাইলিং ও মাটি ভরাট কাজ স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন করা হয়-আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লেখ্য যে উক্ত ওয়াকারে আমলের কাজটি করার জন্য দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আজিজুল সাহেব জামা'তের নিকট প্রস্তাব করেন। সাবেক চেয়ারম্যান সাহেবের উক্ত প্রস্তাবটি মোহতরম আমীর সাহেব, ঢাকা এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বরাবর উপস্থাপন করা হলে তা'রা তা সদয় অনুমতি ও দোয়া দ্বারা উৎসাহিত করেন। তেমনি ভাবে বিষয়টি হুযূর (আই.) এর নিকট সাফলতার জন্য দোয়া চেয়ে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। শুক্রবার ২৯/১১/১৩ বাদ ফজর হালকাস্থ মসজিদ "মসজিদুল হুদা" হতে সকল আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল একত্রে হালকা নাস্তান্তে ইজতেমায়ী দোয়া করে প্রায় ২৫/৩০ জন একত্রে রওনা হই। নির্দ্ধারিত স্থানে পৌঁছে সকাল ৬-৩০টায় কাজ শুরু করি। কিছু ক্ষণের মধ্যে আমাদের এলাকার জন প্রতিনিধি যিনি দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান মেজর আলহাজ্জ রমজান আলী সাহেব উপস্থিত হয়ে আমাদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করে নিজ হাতে মুগুর নিয়ে বাঁস পোতায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আজিজুল সাহেবসহ স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজ কর্মী জনাব হাসমত উল্লাহ্, পশ্চিম নন্দীপাড়া প্লট মালিক সমিতির সভাপতি এবং আরো প্রায় ১০/১২ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে আমাদের কাজ প্রত্যক্ষ করে উৎসাহিত করেন। দুপুর ১১-৩০টায় ওয়াকারে আমলের কাজ শেষ হয়।

এস এম আনসার উদ্দিন

সূফীতত্ত্ব গবেষণা ও মানবকল্যাণ কেন্দ্রের প্রীতি সম্মেলনে আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি মূলক বক্তৃতা প্রদান

গত ২৩ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কারিতাস চট্টগ্রাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রীতি সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রণজিত কুমার দে। মাইজভান্ডার শরিফ গাউছিয়া আমিন মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন শাহ সূফী সৈয়দ মফিজ উদ্দিন আল্ হাছানি, শাহ্সূফী আতাউর রহমান ঈছাপুরী, চট্টগ্রাম খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রদেশের বিশপ মোজেস এম কস্তা সিএসসি, কেলিশহর সাধুর পাহাড় যোগসিদ্ধাশ্রমের মোহান্ত শ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দপুরি মহারাজ, রাহে ভান্ডার দীক্ষাগুরু আল্লামা জাফর সাদেক, দমদমা গণি মঞ্জিলের শাহজাদা অধ্যাপক সফিউল গণি চৌধুরী এতে অতিথি ছিলেন।

কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুহাম্মদ ইকবাল ইউসুফ শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রস্তাবে প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, এম কফিল উদ্দিন, অধ্যক্ষ নিলুফার জহুর, শাহজাদা প ম নজির আহমদ শাহ্, পীরজাদা আহমদ হোসেন মিয়া ভাই, সুবেদার আব্দুল আজিজ, জানে আলম, প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান সিরাজী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খানের কর্মময় কুশলমন্ডিত জীবন ও অবদান স্মরণ করা হয়।

প্রীতি সম্মেলনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের আমির অধ্যক্ষ মোনেম বিল্লাহ্, সাধারণ সম্পাদক নেছার আহমদ ও মাওলনা জাফর আহমদকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি আলোকপাত করেন–নেছার আহমদ। সম্মেলনে জামা'তের পরিচিতিপত্র বিতরণ করা হয়।

মাওলানা জাফর আহমদ

ডোহান্ডা জামা'তে স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, ডোহান্ডার স্থানীয় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস গত ২০/১২/২০১৩ রোজ শুক্রবার হতে ২৭/১২/২০১৩ শুক্রবার পর্যন্ত মোট ৮ দিন ব্যাপী বাদ ফজর থেকে শুরু হয়ে সারা দিন ব্যাপী ছোট-বড় আতফাল আলাদা আলাদা ভাবে ক্লাস ও প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। ক্লাসের বিষয়বস্তু ছিল নাযেরা ও শুদ্ধ ভাবে কুরআন পাঠ ও অর্থসহ নামায শিক্ষা। ক্লাসে মোট ১১ জন উপস্থিত ছিল। ক্লাস নেন-ডোহান্ডা জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. তাহের আহমদ এবং কায়েদ জনাব সালেহ আহমদ সুমন।

নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ৩১/১২/২০১৩ তারিখ মঙ্গলবার মসজিদ কমপ্লেক্স এরিয়ায় নাসেরাত দিবসের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আসিয়া জামান নোভা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন সুরাইয়া ইসলাম নদী। এরপর নাসেরাত বোনদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল কুরআন তেলাওয়াত, নযম, খেলাধূলা। দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৪ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

তাহেরা মাজেদ

উথলীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদ উদ্বোধন

গত মঙ্গলবার ১৪ই জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলীতে নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুস সোবহান'-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হায়াত বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে মোয়াল্লেম জনাব মোজাফফর আহমদ রাজুর উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মোবাশশের-উর-রহমান, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন- আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আনোয়ারুল কবীর, উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এর সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন খান, উথলী কলেজের প্রফেসর রায়হান উদ্দিন, উথলী ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক আবু জাফর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক স্থানীয় আহমদী আব্দুল মান্নান পিল্টু। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের সামাজিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও খুলনা থেকে আগত আহমদী সদস্যবৃন্দ।

সূত্রঃ রাসেল হোসেন মুন্না
উথলী প্রতিনিধি
মোবাইল-০১৭৪৫১৪৮২৭৫

আন্তর্জাতিক জামাতি সংবাদ

অস্ট্রিয়ায় বই মেলা অনুষ্ঠিত

গত ২১ নভেম্বর, ২০১৩ থেকে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা'তে বার্ষিক আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা শুরু হয়। ১৭ লাখ বাসিন্দার একটি খুব সুন্দর শহর ভিয়েনা। এছাড়া এটি অস্ট্রিয়ার অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। প্রতিবছর সহস্র সহস্র পর্যটক এই ঐতিহাসিক ও সুন্দর শহরটি ভ্রমনে আসেন। এই শহরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে প্রতিবছর এখানে বইমেলার আয়োজন করা হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবছর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অস্ট্রিয়াও একটি বুকস্টল দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করে, আলহামদুলিল্লাহ।

অস্ট্রিয়া জামাতের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, এই বুকস্টলের মাধ্যমে অস্ট্রিয়াবাসী এবং এতে আগত বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের কাছে আহমদীয়া জামাত তথা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও শান্তির বার্তা পৌঁছানো হয়েছে।

আহমদীয়া জামাত অস্ট্রিয়ার সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ Mairhofer সাহেব নিজেও একজন অস্ট্রিয়ান। তিনি বলেন,

এই বইমেলায় আগত দর্শনার্থিরা আহমদীয়া জামাতের বুকস্টলটি খুবই পছন্দ করেছে এবং জামাতের : 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিও ব্যক্ত করেছেন।

বইমেলায় বিশেষভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ইউরোপিয়ার পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতাটির জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

এ সময় বিভিন্ন অতিথি তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন,

বই মেলায় আগত দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ Mairhofer সাহেব 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক এর সারমর্ম তুলে ধরেন। এরফলে মানুষ ইসলামের অনুপম শিক্ষামালা সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে।

সুইজারল্যান্ড জামা'তে তবলীগি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর তালীম বিভাগের উদ্যোগে

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৩ আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর তালীম বিভাগের উদ্যোগে একটি সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে। বিভিন্ন স্কুলে মুসলমান শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় উক্ত অনুষ্ঠানে ঐবংংবহ শহরের বাছাইকৃত কয়েকজন শিক্ষককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও এর জার্মান অনুবাদের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সভাপতি মিস্টার আন্দ্রেস লেন্জ বলেন, 'আমরা সবাই একটি দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর আজ এখানে সমবেত হয়েছি আর এটি আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের প্রথম সোপান মাত্র। তিনি এই শিক্ষা কার্যক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অবদানের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও শিক্ষা ক্ষেত্রে জামাতের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরপর জামাতের ছোট ছোট মেয়েরা কলেমা আবৃত্তি করে এবং এর জার্মান অনুবাদ পড়ে শোনায়।

জামেয়া আহমদীয়ার অধ্যক্ষ মওলানা শামশাদ আহমদ কমর সাহেব শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আহমদীয়া জামাত কীভাবে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শতাধিক স্কুলে রঙ-ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে প্রতিদিন বিনামূল্যে শিক্ষাসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সবশেষে জার্মানী জামাতের নাশনাল আমীর জনাব আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিস হাউসার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের হাতে সার্টিফিকেট ও উপহার স্বরূপ পবিত্র কুরআন তুলে দেন। এ সময় আমীর সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'স্কুলের পাঠ্য সূচীতে 'ইসলামী শিক্ষা' অন্তর্ভূক্ত করা সমাজের জন্য শান্তির বার্তা বয়ে আনবে। এই শিক্ষার ফলে আমরা শিশুদের উগ্রতা হতে রক্ষা করতে পারবো। ইসলাম শব্দের অর্থ 'শান্তি' যা আমাদের মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে আর এর মাধ্যমেই ভালবাসা ও শান্তির বাণী মানুষের নিকট পৌঁছবে। আর এটাই পাঠ্যসূচিতে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার মূল উদ্দেশ্য। দোয়ার মধ্যে দিয়ে এই মহতি অনুষ্ঠান শেষ হয়। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই মহতি আয়োজনের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন, আমীন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) Hazlemere'এ অবস্থিত জামেয়া আহমাদীয়া যুক্তরাজ্য পরিদর্শন করেন

গত ১৫ ডিসেম্বর হুযূর আনোয়ার (আই.) Hazlemere'এ অবস্থিত জামেয়া আহমাদীয়া যুক্তরাজ্য পরিদর্শন করেন। প্রথমেই তিনি নতুন ডিজাইনকৃত জামেয়া আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করান। জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্ররা জামাতের মুরব্বী হওয়ার লক্ষ্যে হুযূরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বহু বছরের নিয়মনিষ্ঠ কঠোর সাধনা করেন। পরিদর্শনের সময় জামেয়ার শিক্ষার্থীরা হুযূরের সাহচর্যে একান্ত কিছু মুহূর্ত কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করে। এ সময় কয়েকজন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপস্থাপনা পেশ করে এবং ছাত্রদের হুযূর (আই.)-এর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করারও সুযোগ দেয়া হয়। ক্লাসের পর হুযূর (আই.) যোহর ও আসর নামায পড়ান। এই ক্লাসটি এমটিএ'তে পুনঃ প্রচার হবে এবং আমাদের ওয়েবসাইট on demand.mta.tv.'তেও দেখা যাবে।

অস্ট্রেলিয়ার টাইফুন হাইয়ান-রেডক্রস ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ অভিযানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সাউথ অস্ট্রেলিয়া

চ্যারিটি সকার টুর্নামেন্টের আয়োজন করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফযলে উমর, সাউথ অস্ট্রেলিয়া টাইফুন হাইয়ান রেডক্রস আপিলে সাড়া দিয়ে, গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে একটি প্রীতি সকার টুর্নামেন্টের আয়োজন করে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফযলে উমর, সাউথ অস্ট্রেলিয়া। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা; এবং স্থানীয় লোকজনের কাছে আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি তুলে ধরা। সেজন্য তারা প্রতিবেশীদের মাঝে পরিচিতিমূলক প্রচারপত্রও বিতরণ করে। এতে সর্বমোট ১২৫ জন অংশ নেন, যার মধ্যে ছিল স্থানীয় অস্ট্রেলিয়ান, ফিলিপিনো ও ভারতীয় মিলিয়ে প্রায় ৩৫ জন নন-আহমদী অতিথি।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মঞ্জুর কাদির খান স্থানীয় জামাতের বিভিন্ন দাতব্য সেবা সম্পর্কে কিছু কথা বলেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। তহবিল সংগ্রহের জন্য খেলোয়াড়দের মাথাপিছু ৫ ডলার করে ফিস ধরা হয়েছিল, যা তারা স্বতোঃস্ফূর্তোভাবে প্রদান করে। দলগুলো গঠিত হয়েছিল ছোট-বড়, আহমদী-নন-আহমদী সবার সমন্বয়ে। খোদ্দাম, আতফাল এবং আনসারগণ উৎসাহের সঙ্গে এ টুর্নামেন্টে অংশ নেন। সেদিন সন্ধ্যায় দু'টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই প্রাণভরে তা উপভোগ করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার ফযলে উমর দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ানদের সমন্বয়ে গঠিত দলের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান অতিথিদল ৪-৩ গোলে জয়ী হয়। শুধু খেলাধুলাই নয়, ছিল আকর্ষণীয় বার্বিকিউয়'র আয়োজন। এভাবে, প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খোদ্দামুল আহমদীয়া সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ফযলে উমর মজলিস ৮১৫.৬৫ ডলার অনুদান সংগ্রহ করেছে। অতিথিরা, বিশেষতঃ ফিলিপিনো অতিথিরা এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সমাপনী অধীবেশনে সব অতিথি এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর কাদির খান সাহেব। আগত অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীদের মাঝে, রেডক্রসের পক্ষ থেকে, তিনি সনদপত্রও বিতরণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কানাডার উদ্যোগে ড. আব্দুস সালাম বিজ্ঞান মেলার আয়োজন

গত ১৭ নভেম্বর তাহের হল টরেন্টো কানাডাতে হয়ে গেল পঞ্চম আব্দুস সালাম বিজ্ঞান মেলা। প্রথম মুসলিম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী মরহুম আব্দুস সালাম স্মরণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি পাকিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন। একজন গর্বিত পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন এবং মৃত্যুর পর পাকিস্তানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। বহু পাকিস্তানি যুবক এবং মুসলমানদের কাছে তিনি হিরো হিসেবে পরিচিত। ইটালির ত্রিয়েস্তে ইন্টারন্যাশনাল সেন্ট্রাল ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত করেন, ইটালিয় সরকার তাঁকে অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করেছেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদেরকে ২ভাগে ভাগ করে, অতঃপর তাদের গ্রেড অনুযায়ী আবার ভাগ করা হয়। এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সামির হাক্কি এ্যায়ারক্রাফ্টের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শন করেন। অটোয়া থেকে আগত জিসান জাকারিয়া ড্রোন টেকনলোজি প্রদর্শন করেন। এই প্রোগ্রাম অনেক জ্ঞানীগুণী এবং বিজ্ঞ লোকজন দেখতে আসেন এবং তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে অন্যতম প্রফেসর ডক্টর মার্শাল এলমেক্কল, চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স এন্ড এস্ট্রোনমি অব ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ইন টরেন্টো, প্রফেসর স্টিফেন জুলিয়ন, চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্স অব টরেন্টো ইউনিভার্সিটি।

ঘানার জাতীয় টেলিভিশন সংস্থা GBC-তে এমটিএ'র বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার

ঘানার জাতীয় টেলিভিশন *সংস্থা* **GBC** এমটিএ-র সাপ্তাহিক আনুষ্ঠানাদি যেমন Faith Matters, Real Talk এবং হুযূর (আই.)-এর বিভিন্ন বক্তৃতা প্রচার শুরু করেছে এই দু'টি সংস্থার মধ্যেকার পারস্পারিক সহযোগিতামুলক (চুক্তির) অংশ হিসেবে। এর ফলে ঘানার বিশাল জনগোষ্টির কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে যাচ্ছে।

বিনিময়ে, এইঈ-র কর্মীদের সাংবাদিকতা সহ নির্মাণ কাজ বিষয়ক নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিবে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল। একটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এমটিএ টিম ও GBC-র Director General Major Albert Don Chebie-র উপস্থিতিতে গত ৪ ডিসেম্বর প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডায় ধারাবাহিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিতের উপর বিভিন্ন ঝযড়ি এর আয়োজন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা ধারাবাহিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিতের উপর বিভিন্ন Show এর আয়োজন করছে যাতে করে কানাডার জনগণ সঠিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে জানতে পারে। জানতে পারে এই মহা মানবের সুন্দরতম আদর্শ চরিত, জানতে পারে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা এবং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকার কথা। গত নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে এর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঞড়ৎবহঃড় ঈবহঃবৎ ভড়ৎ অৎঃং মধষধঙ'তে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান জীবন চরিত আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় চমৎকার ধারা বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। ৭০০ জনের অধিক দর্শক এটি উপভোগ করেন। গঞঅ ঈহধফধ ঘবংি তাদের অনেকের সাথে কথা বলে। হলভর্তি দর্শকের কাছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত জীবন চরিত ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে পেরে সংগঠকরা খুবই খুশী, তবু তারা বলেন, এতো শুধু আংশিক উপস্থাপনামাত্র, আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (২৫তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও এবং এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্ । আসছে ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৩/০১/২০১৪	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ২৪/০১/২০১১৪	রাত ৮.৩০ থেকে	১৪.৩০	২ ঘন্টা
শনিবার ২৫/০১/২০১১৪	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ২৬/০১/২০১১৪	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

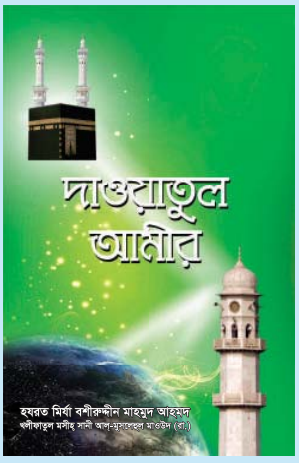

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 77 | 13th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th January, 2013 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com